নূরে খোদা
মোহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

২য় খন্ড

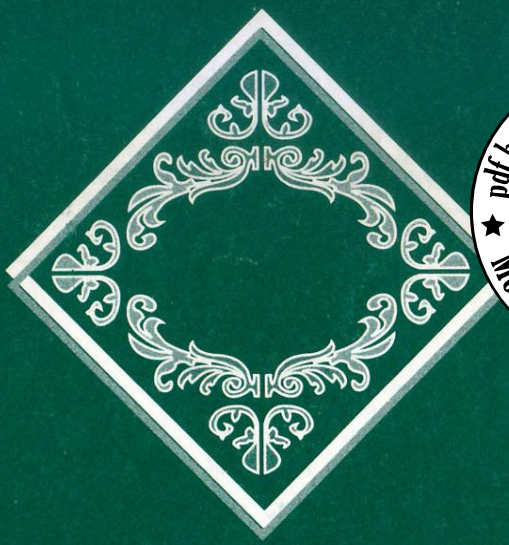

pdf by : Mohammad Abdul Awal
সকলের নিকট
দু'আ প্রার্থী
Mobile : 01745-335634

মাওলানা আকবর আলী রেজভী ছুন্নী আল্-ক্বাদেরী

নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

২য় খন্ড

আল্লামা আকবর আলী রেজভী সুন্নি আলকাদেরী

প্রথম-প্রকাশ-১জৈষ্ঠ ১৩৯৪ বাংলা

দ্বিতীয় প্রকাশ-১ বৈশাখ ১৪১১ বাংলা

১৪ এপ্রিল ২০০৪ইং

প্রকাশনায়-রেজভীয়া দরবার শরীফ, ঢাকা মহানগর।

স্বত্ব-লেখক

হাদিয়া-১৫.০০ টাকা

মূদ্রন - সৃষ্টি মূদ্রায়ন

১৮৯, ফকিরের পুল, ঢাকা-১০০০

কম্পিউটার কম্পোজ - সৃষ্টি কম্পিউটার

ভূমিকা

নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুছাল্লি আলা রাছুলিহিল কারিম।

হাম্‌দ্‌ ও ছালাতের শেষে মুসলিম ভ্রাতৃগনের খেদমতে আরজ এই যে, আজ কাল ফেতনা ফাসাদের জমানায় বাতিল পন্থীদের লেখনী, বক্তৃতা তথা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম দ্বারা আল্লাহর হাবীব ছরকারে দো-আলম মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার সুমহান শানে বেয়াদবী ও গোস্তাখী প্রকাশের দুষ্ট প্রয়াস ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এহেন অপপ্রয়াসকে কঠোরভাবে স্তব্ধ ও নির্মূল করে দেবার মানসে বলিষ্ট হাতে লেখনি ধরলাম। যে মহান হাস্তি অতিমানব নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার দরবারের আদব কায়দা স্বয়ং রাব্বুল এজ্জাত জাল্লাশানুহু কোরানে কারীমে শিক্ষা দিয়েছেন। সে মহতোমহীয়ান চিরগরীয়ান মাহবুবে খোদার শানে আজমত বলিষ্ঠভাবে প্রাকশের জন্যে এ বান্দা সর্বক্ষণ জীবন পণ সংগ্রামসহ তৈরি আছে। আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছম, নূরময় সত্তা, আল্লাহর জাতী নূরের জ্যোতি । মানবের কী সাধ্য আছে যে তাঁর যথাযথ মর্য্যাদাসহ তাঁহার যথাযথ প্রশংসাও বর্ণনা করে। এ কিতাবের প্রথম খন্ডে আমার সাধ্যমত কিছু আলোচনা করেছি। আল্লাহ পাক তৌফিক এনায়েত করলে ২য় খন্ডে আল্লাহর হাবীব ছারোয়ারে কায়েনাত কেবল নূরে মোজাচ্ছম ছিলেন তাই নয় বরং তাঁর যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তথা পছিনা বা ঘাম মোবারক ও থুথু মোবারক হতে পেশাব পায়খানা মোবারক পর্যন্ত নূর বলে প্রমানিত ও স্বীকৃত তা আলোচনা করব, ইন্‌শাল্লাহ । বস্তুত যিনি নূরে মোজাচ্ছম তার সব কিছুই নূর । যেমন- আল্লামা রুমী আলাইহির রাহমাত মসনবী শরীফে উল্লেখ করেছেনঃ-

"হঁ খোরাদ্‌ গারদাদ হামা পলিদী জী জুদা
ওয়া খোরাদ গারদাদ হামা নূরে খোদা।"

অর্থাৎ- এ খাদ্য যা আমরা খাই তা নাপাক ও দুর্গন্ধ হয়ে বের হয়। এবং ঐ খাদ্য নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম খেতেন, তা নূরে খোদা হয়ে বের হত।

১লা জৈষ্ঠ, ১৩৯৪ বাংলা
রেজভীয়া দরবার শরীফ
নেত্রকোনা

মাওলানা আকবর আলী রেজভী
সুন্নী আলকাদেরী

প্রকাশনা পরিষদের দুটি কথা

সম্মানিত পাঠক বৃন্দের চাহিদার প্রেক্ষিতে নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ২য় খন্ড গ্রন্থটি পুনঃ মুদ্রিত হল। মহামূল্যবান এ গ্রন্থ খানি প্রকাশ করতে পেরে অশেষ শোকরিয়া জ্ঞাপন্ করছি আল্লাহ রাসুলের দরবারে । বর্তমান শতাব্দীর সংস্কারক, পীরে কামেল আল্লামা রেজভী সাহেব হুযুর কেবলার লিখিত গ্রন্থাবলী প্রকাশের অঙ্গীকার নিয়ে গঠিত রেজভীয়া দরবার প্রকাশনা পরিষদ ঢাকা, অঙ্গীকার পালনে যথাসাধ্য সচেষ্টে। মহামূল্যবান গ্রন্থটি আপনাদের হাতে তুলে দিতে গিয়ে মুদ্রন জনিত ভুল থাকা অস্বাভাবিক নয়। ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিকে দেখবেন এটাই প্রত্যাশা । পরিশেষে হুজুর কেবলার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ হায়াত কামনা করছি, মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে। গ্রন্থ খানী প্রকাশনায় যাদের অবদান শ্রদ্ধাভরে স্বরণ করছি সর্ব জনাব আবু সাঈদ ভূইয়া, আবু হানিফ কাজী ইকবাল, নাসরিন মোশারফ,শফিকুল ইসলাম (বাবুল) প্রমূখ।

ধন্যবাদান্তে

মুহাম্মদ মোশারফ হোসেন ভূইয়া

নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুছাল্লি আলা রাছুলিহিল্ কারীম।
নূর নবীর শরীর মোবারকের ঘাম ও পায়খানা মোবারক

মহতোমহান সর্বগুণবান নূরে খোদা আল্লাহর নূর, নূরে মোজাচ্ছম নূরময় দেহ মোবারক, যিনি স্বশরীরে জিন্দা, হাজির ও নাজির গায়েবের খবরদাতা, বেনজীর বেমিছাল, মহামানব, হুজুর পোরনূর মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের অনুপম বৈশিষ্ট্য ও আশ্চয্যতম গুণাবলীর মধ্য হতে একটি অত্যাশ্চয্য গুণ হল তাঁর নূরানী দেহ মোবারকের সুঘ্রাণ। এ মহিমাময় সুঘ্রাণ মোবারক ছিল তাঁর নিজস্ব। কোন প্রকার দুনিয়াবী সুঘ্রাণ ব্যবহার ব্যতীত এবং দুনিয়ার কোন সুঘ্রাণই হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লামের শরীর মোবারকের সুঘ্রাণের সমতুল্য হয় নাই বা হতে পারেও না।

হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন আমি দুনিয়ার সর্ব প্রকার সুঘ্রাণ তথা মেশক আম্বর ইত্যাদি ব্যবহার করেছি কিন্তু নুরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের শরীর মোবারকের সুঘ্রাণ হতে উত্তম সুঘ্রাণ দুনিয়ায় পাইনি । উম্মে আছেম বিবি উতবা বিন ফরকদ ছালমী বলেন, আমরা চারজন উতবার বিবি ছিলাম। আমাদের প্রত্যেকেরই চেষ্টা ছিল যে কে কত সুঘ্রাণ ব্যবহার করে হজরত উতবার নিকট যেতে পারি। কিন্তু যে যতই সুঘ্রাণ ব্যবহার করতাম আমাদের শরীরের সুঘ্রাণ হজরত উতবার শরীরের সুঘ্রাণ পর্যন্ত পৌছতে পারে নাই। অথচ হজরত উতবা সুঘ্রাণ যুক্ত তৈল নিজ হাতে নিয়ে দাঁড়িতে ব্যবহার করতেন। কিন্তু তাঁর সুঘ্রাণ ছিল আমাদের সকলের সুঘ্রাণের উর্দ্ধে। যখন হজরত উতবা বাইরে কোথাও যেতেন তখন লোকজন বলাবলি করত যে হজরত উতবা সুঘ্রাণ আতর ব্যবহার করে আসছেন্ কোন সুঘ্রাণই হজরত উতবার সুঘ্রাণের মত হত না। উম্মে আছেম বলেন, আমি একদা হজরত উতবাকে জিজ্ঞাস করলাম আমরা সকলে সুঘ্রাণ ব্যবহারে যত চেষ্ট করলাম কিন্তু আপনার সুঘ্রাণের নিকট পৌছতে পারলাম না। আপনার শরীরের সুঘ্রাণ সকলের চাইতে অধিক এর কারন কি? উত্তরে হযরত উতবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক সময় আমার শরীরে গরমীর ফলে ফোঁড়া- ফোস্কা হয়েছিল। এবং এতে শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়েছিল। তখন আমি নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে আমার অসুখের কথা উল্লেখ করলাম যেন কোন ব্যবস্থা লাভ করি্ । তৎক্ষণাৎ হুজুর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম ইরশাদ করেন তোমার শরীরের কাপড় খোল । আমিও সঙ্গে সঙ্গে কাপড় খুলে হুজুরে পাকের সামনে বসে পড়লাম, অতঃপর হুজুর পাকের নূরানী হাত মোবারক আমার শরীরে পেট ও পিঠে স্পর্শ করিবা মাত্রই আমি আশ্চর্য্যাজনকভাবে আরোগ্য লাভ করি। এবং সে মহুর্ত্ত হতে এ মোবারক সুঘ্রাণ আমার শরীরে পয়দা হল। তিবরানী মাআজ্‌মায়ে ছগীর তা বর্ণনা করেছেন।

(২) এক ব্যক্তি তার মেয়েকে স্বামীর বাড়ীতে পাঠাবার সময় আতর তালাস করে না পেয়ে হুজুর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দরবার শরীফে হাজির হলেন এবং আবেদন পেশ করলেন। হুজুরে পাক উপস্থিত কোন আতর বা সুগন্ধি দ্রব্য না থাকায় ঐব্যক্তির নিকট শিশি চাইলেন। হুজুর নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছম উক্ত শিশি হাতে নিয়ে নুরানী শরীর মোবারক হতে ঘাম মোবারক দ্বারা শিশিপূর্ণ করে দিয়ে ইরশাদ করেন যাও তা তোমার মেয়ের শরীরে মেখে দাও। ছোবহানাল্লাহ! নূরানী ঘাম মোবারক উক্ত মেয়ের শরীরে লাগানো মাত্র সমগ্র মদীনা শরীফ সুঘ্রাণে মুগ্ধ হয়ে গেল। এবং ঐ ঘরের নাম রাখা হল বায়তুল মুতাইয়েবিন বা সুঘ্রাণের ঘর । আফছুস! দু পা বিশিষ্ট মানুষ নামের প্রাণী বলে নবী আমাদেরই মত মানুষ । আসলে এরা চতুস্পদ জানোয়ারের চাইতেও অধম।

(৩) হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত আছে-হজরত আনাছ বলেন একদিন নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার বাড়ীতে আগমন করলেন। তখন সময় ছিল দ্বিপ্রহর, হুজুরে পাক কায়লুলাহ করছিলেন ; হুজুরে পাকের শরীর মোবারক হতে পছিনা বা ঘাম মোবারক আসছিল। তখন আমার আম্মা যার নাম ছিল উম্মে ছালিম, তিনি হুজুরে পাকের নূরানী পছিনা মোবারক শিশিতে ভরতে লাগলেন । হুজুরে পাকের নিদ্রা ভেঙ্গে গেল এবং হুজুর জিজ্ঞাসা করলেন ' হে উম্মে ছালিম ! তুমি কি করছ। উম্মে ছালিম উত্তরে বললেন ইয়া রাসুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আপনার পছিনা মোবারক জমা করছি যেন আতররুপে ব্যবহার করতে পারি। কেনানা এর সুঘ্রাণ সব চাইতে উত্তম। (মোসলেম শরীফ)

(৪) হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, যখন কোন ছাহাবী হুজুরের খেদমতে হাজির হওয়ার জন্য আসতেন এবং হুজরা শরীফে হুজুরকে না পেতেন তখন রাস্তায় যেখানে হুজুরে পাকের সুঘ্রাণ পেতেন সেখানে তালাসে বের হতেন কেননা হুজুর নূরে মোজাচ্ছম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম যে রাস্তা দিয়ে গমনাগমন করতেন হুজুরের গমনাগমনের কারণে রাস্তায় সুঘ্রাণ পাওয়া যেত মদীনা শরীফের যে যে গলিতে সুঘ্রাণ পাওয়া যেত ছাহাবাগন সে সে গলিতে হুজুরের তালাসে বের হতেন। আজও মদীনা মুনাব্বারার দার ও দিওয়ার হতে সুঘ্রাণ আসে। নবীজীর সুঘ্রাণে মূগ্ধ বিভোর হচ্ছে আশেকগণের দ্বীল ও দেমাগ। হে আল্লাহ! এ গরীব -দুঃখী মুসাফীরের জন্যে সে মোবারক সুঘ্রাণ নসীব করুণ!

হজরত আবূ আবদুল্লাহ আত্তার মদিনা তাইয়্যেবার প্রশংসা কালে বলেন যে, নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের শরীর মোবারকের সুঘ্রাণে মদীনা মুনাব্বারা মুগ্ধ- সুবাসিত। মেশক ও কাফুর কি? মেশকও কাফুরের মত সুঘ্রান তো মাদীনার খেজুরের মধ্যেও রয়েছে। হজরত শিবলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যিনি উলামায়ে ওয়াজ দানের মধ্যে একজন। তিনি বলেন যে, মদিনা তাইয়্যেবার মাটিতে এক প্রকার বিশেষ সুঘ্রাণ রয়েছে যা মেশক ও আম্বরের মধ্যে

নেই। তিনি আরও বলেন যে মদীনা তাইয়্যেবার এ সুঘ্রাণ আজায়েব ও গারায়েবের মধ্যে গণ্য।

(৫) আবু নাঈম হতে বর্নিত আছে হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন যে হুজুরে পাকের পছিনা মোবারক মতির মত চমকদার এবং তাঁর সুঘ্রাণ মেশক হতে অধিক সুঘ্রাণ ছিল।

হাত মোবারকের সুঘ্রাণ

(৬) নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের হাত মোবারকের গুণ ঃ-

হজরত জাবের বিন ছমরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিছে রয়েছে তিনি বলেন একবার নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আমার মুখের উপর হাত মোবারক বুলালেন তখন এতে আমি এত ঠান্ডা এবং সুঘ্রাণ অনুভব করেছি যে আমার ধারণা হল যেন হুজুরে পাক এই মাত্র কোন আতরের পাত্র হতে হাত মোবারক বের করেছেন। বস্তুত তাই ছিল। যে কেউ রাসুলে পাকের সাথে মুছাফা করতেন নূরানী হাত মোবারকের স্পর্শে তিনি যেন সারাদিন সুঘ্রান পেতেন। হুজুরে পাক যদি কোন ছোট ছেলে মেয়ের মাথায় হাত মোবারক লাগাতেন সে ছেলে মেয়েদের হুজুর পাকের হাত মোবারকের সুঘ্রাণ দ্বারা অন্যান্য ছেলে মেয়েদের মধ্য হতে সহজে বের করা যেত।

৭। হদিছে আছে যে, নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পছিনা মোবারক হতে গোলাপ ফুলের জন্ম।

৮। অন্যত্র আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলছেন সাদা ফুল অর্থাৎ চাম্পা আমার পছিনা হতে শবে-মেরাজে জন্ম হয়েছে, লাল ফুল অর্থাৎ গোলাপ জিব্রাঈলের পছিনা হতে এবং বুরাকের পছিনা হতে। এও বর্ণিত আছে যে নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন মেরাজ শরীফ হতে ফিরবার পথে আমার শরীরের এক ফোটা পছিনা জমীনে পতিত হলে এতে গোলাবের জন্ম হয়। যে কেউ আমার সুঘ্রাণ নিলো, যদিও সে গোলাপ এর সুঘ্রান নিলো তা আমারই সুঘ্রান।

অপর এক রেওয়ায়েতে এসেছে যে হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যখন আমার পছিনা জমীনে পড়লো তখন জমীন হাসলো এবং তাতে গোলাপ জন্ম নেয়।

৯। মাওয়াহেবে লাদুনিয়ার মধ্যে আবুল ফরাহ নহরদানী হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন এই হাদিস সমূহে যা এসেছে তা নবীয়ে মোখতার সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লামার ফজল ও করমের সমুদ্রের এক ফোঁটা মাত্র। বহু বহু গুণাবলী হতে অতি অল্প । যার কারণে আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবকে মোকাররম বলেছেন।

জমিন পায়খানা মোবারক গ্রাস করে ফেলত

যখন হুজুর নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পায়াখানা করার ইচ্ছা করতেন তখন জমিন ফেটে যেত এবং জমিন হুজুরের প্রস্রাব ও পায়খানা মোবারক গ্রাস করে ফেলত। ঐ স্থান সুঘ্রাণে মুগ্ধ হয়ে যেত। হুজুর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার পায়খানা মোবারক কেউ দেখে নাই। ছাইয়্যেদেনা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বয়ান করেছেন যে, হুজুর এস্তেঞ্জা করে বাইতুলখলা হতে তশরিফ আনয়ন করলে আমি ঐ স্থানে গিয়ে দেখতাম যে পায়খানা মোবারকের কোন চিহ্নও নেই। হুজুর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন - হে আয়শা ! তুমি কি জাননা নবীগণের পেট মুবারক হতে যা কিছু বের হয়, জমিন তা সঙ্গে সঙ্গে গ্রাস করে ফেলে? কাজেই উহা দেখতে পাওয়া যায় না । হায়! আফছোছ ! এমন মহান শানমান নবীর সম্পর্কে আজ নামধারী মুসলমান, মুনাফেক, কাফেরের চাইতে নিকৃষ্ঠ নজদী ওয়াহাবী পান্ডারা বলে নবী আমাদের মত সাধারণ মানুষ, তিনি অতি মানব ছিলেন না। নাউজুবিল্লাহ্!

১১। জনৈক ছাহাবী বর্ণনা করেছেন, এক সফরে আমি হুজুরে পাকের সঙ্গে ছিলাম। হুজুর পায়খানা করার জন্যে এক জায়গায় তশরিফ নিয়ে গেলেন। যখন ফিরে আসলেন তখন আমি ঐ জায়গায় গেলাম যেখানে হুজুর পায়খানা মুবারক করেছিলেন। আমি ঐ জায়াগায় পেশাব ও পায়খানা মোবারকের কোন চিহ্ন পর্যন্ত পেলাম না । তবে হ্যাঁ কয়েকটি ঢিলা ঐ স্থানে পড়েছিল্ । আমি ঐ ঢিলাগুলি উঠিয়ে নিয়ে আসলাম, ঐ ঢিলাসমূহ হতে অতি সুন্দর মনমুগ্ধকর সুঘ্রান বের হচ্ছিল।

হায় বড় দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, আখেরী জামানার দাজ্জালের লস্কর দুষমনে রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়া আলিহি ওয়াছাল্লাম, ও দুষমনে আওলিয়া, নজদী- ওহাবীরা বলে যে, নবী আমাদেরই মত দোষে গুণে মানুষ। অথচ যার পায়খানা মুবারকের ঢিলাতেও কোন দোষ পাওয়া যায় না।

১২। কাজী ইয়াজ মালেকী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে শেফা শরীফে লিখেছেন যে, আলেম গনের এক জমাত হুজুরে পাকের হাদ্দিছিন অর্থাৎ পেশাব ও পায়খানা মুবারকের পর ওজু করার স্বপক্ষে । এ অভিমত কতক আছহাবে ইমাম শাফেঈ রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের । অথচ হুজুরে পাক ওজু করতেন কেবল উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই।

পেশাব মোবারক

১৩। এখন পেশাব মুবারকের অবস্থা । পেশাব মুবারক ছাহাবায়ে কেরাম দেখেছেন। হযরত উম্মে আইমন যিনি হুজুরে পাকের খেদমতে থাকতেন, তিনি হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার পেশাব মুবারক পান করেছেন। বর্ণিত আছে যে, রাত্রে হুজুরে পাকের চার পায়ী মুবারকের নীচে পেয়ালা রাখা হত এবং তাতে হুজুর পেশাব করতেন। এক রাত্রে হুজুর নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ পেয়ালাতে পেশাব মুবারক করলেন । যখন ভোর হল তখন হুজুরে পাক ইরশাদ করলেন, হে উম্মে আয়মন! খাটের নীচে পেয়ালা আছে উহা জমীনে সোপর্দ করে দাও । কিন্তু তালাশ করে পেয়ালাতে যখন কিছুই পাওয়া গেল না তখন উম্মে আয়মন আরজ কারলেন ইয়া রাছুলাল্লাহু (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম) খোদার কছম ! রাত্রি কালে আমার বড়ই পিপাসা হয়েছিল এবং উক্ত পেয়ালা হাতে নিয়া সরবত মনে করে আমি তা পান করেছিলাম। এতে হুজুর নূরে খোদা মুছকি হাসলেন। পেশাব মুবারক পান করার কারণে তিরস্কার করলেন না কিংবা মুখ ধৌত করতে নির্দেশ দান অথবা দ্বিতীয়বার পান করতে নিষেধ প্রদান কিছুই করলেন না । বরং হুজুর নুরে খোদা ইরশাদ করেন, হে উম্মে আয়মন! এখন হতে আর কোন সময় তোমার পেটে বেদনা হবে না। নিশ্চয়ই তুমি সৌভাগ্যবান।

১৪। একজন মহিলা যার নাম ছিল বারফাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনিও নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়াছাল্লামের পেশাব মোবারক পান করেছিলেন। এতে হুজুরে পাক ইরশাদ করেন, হে উম্মে ইউছুফ ! তুমি সর্বক্ষনের জন্যে উত্তম স্বাস্থ্য লাভ করলে। তোমার দেহে আর কখনও অসুখ হবেনা বাফাহ তার কুনিয়াত বাস্তবিক, আর কোনও সময় ঐ মহিলার কোন প্রকার অসুখ বিসুখ হয় নাই; মৃত্যু ব্যতীত। মৃত্যুর কোন চিকিৎসা নাই।

১৫। অনেক রেওয়ায়েত আছে যে, এক ব্যক্তি হুজুরে পাকের পেশাব মুবারক পান করেছিলেন। ফলে ঐ ব্যক্তির শরীর হতে সর্বক্ষণ সুঘ্রান বের হত। বরং তার আওলাদের মধ্যে কয়েক নছল পর্যন্ত এই মুবারক সুঘ্রান বিদ্যমান ছিল।

১৬। এক রেওয়ায়েতে আছে যে, ছাহাবায়ে কেরাম হুজুরে পাকের পেশাব মুবারক ও রক্ত মুবারক বরকাত স্বরুপ পান করতেন। রক্ত মুবারক কয়েকবার ছাহাবেয়ে কেরাম পান করেছেন বলে প্রমাণ রয়েছে। হাজ্জাম যিনি সিঙ্গা লাগাতেন, হুজুর পাকের নূরেরী শরীর মুবারক হতে যা রক্ত বের হত তা গিলে ফেলতেন । হুজুরে পাক জিজ্ঞাস করলেন রক্ত কি করেছে ? তিনি উত্তরে বললেন ইয়া রাছুলুল্লাহ ! রক্ত মুবারক বের করে আমার পেটে সযত্নে রেখেছি। আমি চাইনা যে, হুজুরে পাকের রক্ত মুবারক জমিনে পড়ুক। তখন নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করলেন নিঃসন্দেহে তুমি তোমার মুক্তি (সাতটি

দোজখ হতে) খালাশ করে নিয়েছ। আর তুমি তোমাকে নিরাপদ করেছ; অর্থাৎ বালা মুছিবত ও রোগ পীড়া হতে বেঁচে গেছ।

১৭। উহুদের যুদ্ধের দিন যখন হুজুরে পাকের শরীর মুবারক যখম হয়, তখন আবূ ছায়ীদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিতা মালেক ইবনে ছুনাম রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের মুখদ্বারা চুষে পাক ছাফ করেছেন। লোকজন তাকে বলল যে মুখ হতে রক্ত বের করে ফেল। তিনি বললেন খোদার কছম! হুজুরের রক্ত মুবারক কখনো জমিনে পড়তে দেব না। তিনি সে নূরানী রক্ত মুবারক গিলে ফেললেন এতে নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করলেন যে ব্যাক্তির বেহেশতী মানুষ দেখার বাসনা আছে সে যেন এ ব্যক্তিকে দেখে যায়। ছোব্হানাল্লাহ ! আল্লাহর হাবীবের শান কতই না মহান। আল্লাহর মাহবুব নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছম অতি মহামানব (ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়া আলীহি ওয়াছাল্লাম)। হে দু পায়া জানোয়ার নজদী ওহাবী দুষমনের দল। তোমাদের বই পত্রে কেমন করে লিখেছ নবী আমাদেরই মত মাটির মানুষ । তওবার মত তওবা করে দেখ দোজখের কঠিন আজাব হতে বাঁচতে পার কিনা । আফছোছের বিষয় ! কোথায় এরা ইবলিসের পাভাদের বদ আকায়েদ বর্জন করত খাঁটী অন্তকরণে তওবা করে পাক ছাফ হবে; অতঃপর মুমেন মুছলমানের কাতারে দাঁড়াবে এবং পরকালীন নাজাতের রাস্তায় পা বাড়াবে ; কিন্তু তা না করে তাদের বদ আকীদা সমূহও প্রলাপোক্তি গুলির সপক্ষে ইবলিসী যুক্তি পেশ করে এবং কোরআনের আয়াত ব্যবহারের দুঃসাহস দেখায়। আসলে এরা নিরেট মূর্খ । কোরআন মজীদ সম্পর্কে অজ্ঞ। আল্লাহ হেদায়াত করুন।

১৮। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন যোবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম সিঙ্গা লাগিয়েছেন এবং রক্ত মোবারক আমাকে দিয়ে বলেন, কোন এক জায়গায় গোপন করে রেখ যেন তা কারও দৃষ্টিতে না পড়ে । আমি তৎক্ষণাৎ রক্ত মোবারক পান করে ফেললাম। কেননা এর চেয়ে অধিক গোপন জায়গা আমি কোথাও পেলাম না। এতে হুজুর নূরনবী মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন, আফছুছ! তোমার উপর মানুষের এবং আফছুছ! মানুষের তোমার উপর; ঐ রক্ত মোবারক শক্তি, পুরুষত্ব, বীরত্ব ও বাহাদুরী যা ঐ রক্ত মোবারক পান করার বদৌলতে অর্জন করলে । তিনি ঐ আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি পরবর্তীকালে নাপাক ও মালাউন এজিদের বায়াত আনুগত্য স্বীকার করেন নাই। এবং মক্কা শরীফে অটলভাবে অবস্হান করেছিলেন; জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তাঁর আহবানে হেজাজ ইয়ামন ইরাক এবং খোরাসানের লোকজন এসে সমবেত হয়েছিল। কিন্তু আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের কঠোর আদেশে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাকে নির্মমভাবে শহীদ করে। আরও এক রেওয়াতে এসেছে যে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু রক্ত মোবারক পান করায় হুজুর নূরনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দোজখের অগ্নি তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু কছমের জন্য এই হাদিছ দ্বারা প্রমানিত হয় যে হুজুর পাকের পেশাব, পায়খানা

মোবারক ও রক্ত মোবারক পাক ও পবিত্র । এতদ্ব্যতীত, হুজুরে পাকের যাবতীয় ফজুলাত পাক ও পবিত্র।

১৯। আইনী শারেহ্ ছহি বোখারী বলেন যে, ইমাম আজম আবু হনিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মজহাবও তাই; অর্থাৎ রাসুলে পাকের যাবর্তীয় পাক পবিত্র।

২০। শায়খ ইবনে মক্কী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে বলেন নূরে খোদা মুহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার ফুজালাত অর্থাৎ পেশাব মোবারক, পায়খানা মোবারক এবং রক্ত মোবারক, থুথু মোবারক ও পছিনা মোবারক পাক পবিত্র হওয়ার বহু বহু প্রকাশ্য ও স্পষ্ট দলীল রয়েছে।

২১। আমাদের মজহাবের ইমামগণ একে কেবল হুজুরে পাকের খুছুছিয়াত বা বৈশিষ্টের মধ্যে গন্য করেছেন।

২২। নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার কখনো স্বপ্ন দোষ হয় নাই। ছাইয়্যেদেনা ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, কোন নবীর কখনো স্বপ্নদোষ হয় নাই। স্বপ্নদোষ শয়তানের দ্বারা হয়ে থাকে। তা তিবরাণী বর্ণনা করেছেন।

২৩। হুজুর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের মুখ মোবারকের লালা মোবারক সর্ব প্রকার রোগের শেফা অর্থা,বেমিছাল ঔষধ। জঙ্গে খায়বরের দিন হুজুর মাওলা আলী রামাল্লাহু ওয়াজহাহুর চক্ষু ব্যধিতে ঐ নূরানী লালা মোবারক লাগানো মাত্রই তা সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যায়। এই ঘটনা দুনিয়া জোড়া মশহুর হয়ে আছে।

২৪। হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার দরবারে একটি পানির পাত্র আনা হল। হুজুর তখন এক কুলি পানি মুখে নিয়ে পাত্রে কুলি করে দিলেন। অতঃপর ঐ পানি কুপে ঢেলে দেয়া হলে ঐ কুপ হতে কস্তুরির সুঘ্রান বের হতে লাগল।

২৫। হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ীতে কুপের মধ্যে হুজুর পাক নূরানী মুখের লালা মোবারক ফেললেন তখন মদিনা শরীফের কোন কুপের পানিই ঐ কুপের চাইতে মিষ্টি ছিলনা।

২৬। একদিন হজরত হাছান রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত পিপাসার্ত হয়েছিলেন; তখন হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম স্বীয় জিহ্বা মোবারক ছাইয়্যেদেনা ইমাম হাছানের মুখের ভিতর প্রবেশ করে ছিলেন। হজরত ইমাম হাসান তা চুষতে লাগলেন। এতে হজরত ইমাম হাছান সারাদিন সন্তুষ্টি ও পরিতৃপ্ত রইলেন। এ ধরনের হাজার হাজার ঘটনা ও দৃষ্টন্ত রয়েছে, যা মানবিক জ্ঞান ও যুক্তিকে অবাক

করে দেয়, পরাস্ত করে দেয়। কিন্তু এতদ সত্বেও লা মজাহাবী, ওহাবী মরদুদ ও বেদ্বীনের দল বলে নবী আমাদের মতই সাধারণ মানুষ।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে এ বদবখতদিগের মধ্যে কিছু সংখ্যক নামধারী মৌলভীও রয়েছে কিন্তু দলীল প্রমাণসহ বাহাসে হাজির হতে সাহস পায়না। তাদেরকে আমি হুসিয়ার করে দিচ্ছি যে, বাংলায় এখনও সুন্নী মুসলমান রয়েছে; নবীয়ে পাকের দুষমনদিগকে শায়েস্তা করতে তাদের যথেষ্ট ঈমানের তেজও বাকী রয়েছে। সময় থাকতে তওবা করে মুসলমান হও।

অসুস্থকে সুস্থ করা

২৭। হজরত ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, একবার হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়ছাল্লামের খেদমতে একজন মহিলা তার মেয়েকে নিয়া হাজির হয়ে আরজ করল, ইয়া রাসুলুল্লাহ্! এ বাচ্চা পাগল হয়ে গিয়েছে ; আমাদিগকে কষ্ট দেয় সকাল বিকেল আমাদের সময় নষ্ট করে। তা শুনে হুজুর পোরনূর ঐ বাচ্চার সিনায় নূরানী হাত মোবারক বুলাইবা মাত্রই সে বমি করে এবং তাহার পেট হতে কাল রং এর একটি কীট বের হয়ে আসল । সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চটি সুস্থ হয়ে গেল। (দারুমী হতে বর্ণিত)

কবিলায়ে বণি কশআম হতে একজন মহিলা তার একটা বাচ্চা হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের খেদমতে হাজির করল। বাচ্চটি একবারেই বোবা ছিল। হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এক পাত্র পানি আনতে আদেশ করলেন এবং ঐ পানিতে হুজুর পোরনূর কুলি রাখলেন, হাত মোবারক ধুলেন অত ঃপর ঐ বাচ্চাকে এ মোবারক পানি পান করান হল। তৎক্ষণাৎ সে বাচ্চা সুস্থ এবং জ্ঞানবান হয়ে উঠল। পরবর্তী সময়ে এই বাচ্চা সকল বাচ্চাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানবান বলে পরিগনিত ছিল।

২৮। হজরত কাতাদা বিন নোমানের চক্ষুতে জঙ্গে ওহোদের দিন তীর লেগেছিল এবং তাতে চক্ষু বের হয়ে গালের উপর ঝুলছিল। হজরত কাতাদা হুজুর পোরনূরের দরবারে হাজির হয়ে আরজ করল ইয়া রাসুলাল্লাহু আমার এক বিবি যে আমার অত্যন্ত প্রিয় আমি ভয় পাচ্ছি যে, জখমযুক্ত চক্ষু নিয়ে কিরুপে তার সম্মুখে যাব। এতদশ্রবনে আমার দয়াল নবীর অন্তরে দয়ার সঞ্চার হল এবং তৎক্ষণাৎ নূরের হাত মোবারক দ্বারা ঐ চক্ষুকে ধরে স্বস্থানে লাগিয়ে দিয়ে বললেন হে খোদা ! এই চক্ষুকে নিরাময় করে দাও। সঙ্গে সঙ্গে সে চক্ষু নিরাময় হয়ে উঠল। এবং দ্বীতীয় চক্ষু অপেক্ষা অধিকতর উত্তম ও সুন্দর হয়ে গেল, দৃষ্টি শক্তি ও বৃদ্ধি পেয়ে গেল। দ্বিতীয় চক্ষুতে দরদ হলে প্রথম চক্ষু ঠিকই থাকতো।

৩০। হজরত ক্বাতাদা বিন নোমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক ছেলে হতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি হজরত ওমর বিন আবদুল আজিজের খেদমতে হাজির হলে

খলিফা তাকে জিজ্ঞাস করলেন তুমি কে? তিনি বললেন আমি ঐ ব্যক্তির ফরজন্দর যাঁর চক্ষু হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার নূরানী মোবারকের দ্বারা সুস্থ হয়েছিল। তা শুনে হজরত ওমর বিন আবদুল আজিজ তাকে পুরস্কৃত করলেন এবং অত্যন্ত সমাদর করলেন।

৩১। তিবরানী এবং আবু নাইম হজরত ক্বাতাদা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন আমি আমার চেহারার দ্বারা হজরত নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের চেহারায়ে আনোয়ারকে তীরের বর্ষন হতে হেফাজত করতাম। উদ্দেশ্য এই যে যুদ্ধের ময়দানে আমি আমার দেহকে হুজুরে পাকের জন্যে ঢাল বানিয়ে রেখেছিলাম। অবশেষে দুষমনের এক তীর এসে আমারআমার চক্ষুতে এমন ভাবে লাগলো যে চক্ষুটি স্বস্থান হতে বের হয়ে পড়ল। তারপর আমি ঐ চক্ষুকে হাতে নিয়ে হুজুরে পাকের দরবারে হাজির হলাম। হুজুর পোরনূর যখন চক্ষুটি আমার হাতে দেখতে পেলেন তখন হুজুর পোরনূরের মোবারক চক্ষু হতে পানি আসতে লাগল। এবং হুজুরে পাক আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে লাগলেন, হে খোদা এ ব্যক্তি তোমার নবীর চেহারা হতে যেভাবে তীরকে ফিরিয়ে রাখত্ এবং যখন তার চক্ষু জখম হল; তখন তুমি তার চক্ষুকে দ্বিতীয় চক্ষু হতে ও উত্তম বানিয়ে দাও।

৩২। অন্য এক ব্যক্তি ছিল যার দুটি চক্ষু সাদা বর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সে কিছুই দেখতে পেত না । হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তার চক্ষুতে ফুঁক দিলেন। এতে তার দৃষ্টি শক্তি এতই প্রখর হয়েছিল যে, আশি বৎসর বয়সেও সে ব্যক্তি সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে সুতা ঢালতে পারতেন। হুজুর আনোয়ার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লালামের এই রকম বহু বহু মুজেজা মওজুদ রয়েছে।

৩৩। জঙ্গে খায়বরের মধ্যে নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছল্লাম ছাইয়্যেদেনা হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কোথায় আছেন জানতে চাইলেন। আছহাবগণ উত্তরে বললেন- তিনি আমাদের সম্মুখে নাই, তাঁর চক্ষুতে অসুখ। হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম কোন একজনকে পাঠিয়ে মাওলা আলীকে ডেকে আনলেন। অতঃপর মাওলা আলীর মাথা মোবারক হুজুরে পাকের জানু মোবারকের উপর রেখে তাঁর উভয় চক্ষুতে হুজুর নূরে খোদা স্বীয় নূরানী মুখের লালা মোবারক লাগিয়ে দিলেন এবং নিরাময়ের জন্যে দোয়া করেন তৎক্ষনাত মাওলা আলীর চক্ষু মোবারক সম্পূর্ন সুস্থ হয়ে গেল। মনে হল যেন ঐ চক্ষু মোবারকে কোন অসুখই ছিলনা। অতঃপর ঐ চর্ক্ষু মোবারকে আর কোনদিন অসুখ হয় নাই।

৩৪। হজরত জায়েদ বিন মাআজের পায়ে তলোয়ারের আঘত লেগেছিল। তিনি কাআব ইবনে আশরাফকে হত্যা করেছিলেন। হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম থুথু মোবারক তাঁর ক্ষত স্থানে লাগানো মাত্রই ক্ষতস্থান সম্পূর্ন ভাল হয়ে যায়।

৩৫। ছহি বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন আবদুল্লাহ ইবনে আতিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আবুরাফে নামক ইহুদীকে কাতল করেছিলেন তখন চাঁদনী রাত্রি ছিল। তিনি সিড়ির উপর পা রাখবার সময় পা পিছলিয়ে পড়ে যান এবং তাতে তার পেন্ডুলি ভেঙ্গে যায়। হজরত আবদুল্লাহ হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের দরবারে হাজির হলে হুজুর নূরানী হাত মোবরক তার পেন্ডুলীতে লাগালেন এবং তৎক্ষণাৎ তা ভাল হয়ে যায়। এ ধরণের ঘটনা ও হেকায়াত বহু বহু রয়েছে। যা হাদিছের কিতাবাদিতে বর্ণিত আছে।

মৃতকে জিন্দা করা

৩৬। ইমাম বায়হাকী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) দালায়েলের মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এক ব্যক্তিকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলে ঐ ব্যক্তি উত্তরে বলল আমি ইসলাম গ্রহণ করব না যে পর্যন্ত আপনি আমার মৃত মেয়েকে জীবিত না করবেন। হুজুর নূরনবী নূরে খোদা ইরশাদ করলেন তুমি তোমার মেয়ের কবরটি আমাকে দেখাও। সে ব্যক্তি হুজুরকে মৃত মেয়ের কবরটি দেখাল। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, ঐ লোকটি বলছিল আমি একটি মেয়েকে কুপের ভিতর ফেলে দিয়েছি। হুজুর পোরনূর ইরশাদ করলেন তুমি ঐ কুপটি দেখাও । অতঃপর কুপটি দেখান হলে হুজুর নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ঐ মৃত মেয়েটিকে নাম ধরে ডাক দেয়া মাত্রই ঐ মেয়েটি উত্তরে বলল লাব্বাইকা ওয়া ছাআদাইকা অর্থাৎ হাজির আছে গোলামীর জন্যে । তখন হুজুর ছরকারে দোআলম ইরশাদ করলেন তুমি কি দুনিয়ায় দ্বিতীয়বার আসতে পছন্দ কর? মেয়েটি উত্তর দিল না, আল্লাহর কছম ইয়া রাসুলাল্লাহ আমি আখেরাতকে দুনিয়ার চেয়ে অধিক ভাল এবং উৎকৃষ্ট পেয়েছি। অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে যে,' রসুলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করলেন তোমার মা-বাপ ঈমান এনেছে তুমি যদি চাও তোমাকে দুনিয়ায় এনে দেই। মেয়েটি বলল ইয়া রাসুলাল্লাহ ! আমার মা- বাপের দরকার নেই মা-বাপের চেয়েও আমার আল্লাহকে বেশী দয়াবান পেয়েছি। হাদিছের দ্বারা জানা যায় যে, মুশরেকদের সন্তানাদির উপর কোন আজাব নেই, যদি সে নাবালেগ অবস্থয় মৃত্যু বরণ করে।

৩৭। হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলেদ্বয়কে জীবিত করার ঘটনাও ছিল অনুরুপ। একদিন রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহ আনহু এর বাড়ীতে দাওয়াত রেখেছিলেন। হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহ আনহু একটি ছাগল জবেহ্ করে তার বিবিকে পাকের ব্যবস্থা করতে বলে স্থানান্তরে গেলেন। এদিকে জাবের রাদিয়াল্লাহ আনহু এর বড় ছেলে ঘটনাক্রমে ছোট ছেলেকে ছাগল জবেহ করার অনুকরণে জবেহ করে দিল। চীৎকার শুনে তাদের মা দৌড়ে আসলে বড় ছেলেটি ছুরি হাতে পালাইবার জন্যে ছাদে উঠিল এবং ছাদ হতে পড়ে

সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করল। জাবের রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিবি উভয় সন্তানের লাশ ঘরের কোনে চাদর দিয়ে ঢেকে রাখল এবং তাহার স্বামী ফিরে আসলে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন । জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার বিবি পুত্রশোকে কাতর হলেও সে মুহুর্ত্তে তাদের মনে পড়ল যে, আল্লাহর হাবীবকে দাওয়াত করেছে পুত্রশোকে কাতর হলে নবীজীর খেদমতের ত্রুটি হবে। কাজেই তারা ছবর এখতিয়ার করে পুত্রশোক ভুলে মেহমানদারীর আয়োজনে লেগে গেল । কিছুক্ষণের মধ্যেই রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম চারজন ছাহাবাকে নিয়ে হজরত জাবেরের বাড়ীতে এসে পৌঁছালেন। খানা খাবার পূর্বে হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম জাবেরের সন্তানদিগকে তালাস করলেন। হজরত জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ঘটনা প্রকাশ না করে তারা কোথাও খেলতে গিয়েছে বলে উল্লেখ করলেন এবং নবীজীকে খানা খাওয়ার জন্যে আরজ করলেন । হুজুরে পাক তাদেরকে না নিয়ে খানা খাবেন না বললেন জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। অতঃপর আল্লাহর হাবীব নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম হজরত জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সন্তানদ্বয়ের পূনঃজীবনের জন্যে দোয়া করলেন এবং তাদেরকে নাম ধরে ডাক দিলেন। রাসুলে খোদার ডাক শুনিবামাত্রই জাবের তনয় এক এক করে নিদ্রা হতে জেগে উঠার মত উঠে বসল । তারপর হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আহার সমাপন করলেন। এই ঘটনা শাওয়াহেদুন্নবুওয়াত' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

৩৮। তদ্রূপ ছিল হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের আব্ ওয়াইন শারীফাইন অর্থাৎ পিতা মাতার জিন্দা করা এবং ঈমান আনয়ন করার বিষয়টি। যেরুপ হাদিছ সমূহে বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু মোহাদ্দেসীনগন ঐ হাদিছের ছেহেতের মধ্যে কালাম করেছেন। আর কিছু সংখ্যাক মোতাআখঁখেরীন ঐ হাদিছসমূহকে প্রমাণ করতঃ দরজায়ে এতেবারে পৌঁছেছেন।

৩৯। হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, একজন আনছারী যুবক অবস্থায় পরলোক গমন করেছেন। তার অন্ধ বৃদ্ধা মা ছিল। লোকজন ঐ মৃত যুবকের শরীরের কাপড় পড়াবার পর তার মাতার সঙ্গে আফসোস করতে লাগল। অন্ধ বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করল সত্যই কি আমার ছেলে মারা গিয়েছে ? লোকজন উত্তর করল হ্যাঁ! তৎপর ঐ বৃদ্ধা বলতে লাগল, হে খোদা তুমি নিশ্চয়ই জান যে, আমি তোমার খাতিরে এবং তোমার নবীর খাতিরে এই আশায় হিজরত করেছিলাম যে, তুমি আমাকে সাহায্য কর এবং সকল প্রকার বিপদ আপদে আমার প্রার্থনা শুনবে হে খোদা! আজ এ বিপদে আমকে সাহায্য কর ; আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর '। বর্ণনাকারী বলেন আমরা এখনও সে স্থান ত্যাগ করি নাই! মৃত ব্যাক্তির মুখের কাপড় সরালে দেখা গেল, সে জিন্দা। তৎক্ষণাৎ সে যুবক উঠে দাড়াল এবং আমাদের সঙ্গে খানাখেলো। ইবনে আদি ইবনে আবিদুদ্দুনিয়া, বায়হাকী ও আবুনাঈম বর্ণনা করেছেন। ইহা ঐ মেয়েলোকটির প্রতি নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের সুনজরের বরকত ছিল।

৪০। তদ্রুপ, রেওয়ায়েত আছে যে, আবিবকর বিন জুহাক হজরত ছাইদ বিন মাছিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, এক অনছারের মৃত্যুর পর লোকজন

কাফনের কাপড় পড়িয়ে লাশ কাঁধে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ইতমধ্যে সে ব্যক্তি কাফনের ভিতর হতে বলতে লাগল মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

৪১। তদ্রুপ বর্ণিত আছে যে, জায়েদ বিন খারেজা আনছারী খুজরেজী তাঁর পিতার সাথে হাজির হয়েছিলেন এবং বয়াতে রেদোয়ানে সামিল ছিলেন। তিনি খেলাফতে উছমানীর মধ্যে পরলোক গমণ করলেন। তিনি পরলোক গমণের পরে কথা বলেছিলেন। এবং তার কথা স্বরনীয় করে লিপিবদ্ধ রাখা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন আহমাদু আহমাদু ফিল কুতুবিল আউয়্যালে ছাদাকুন...শেষ পর্যন্ত । মাদারেজুন নবুওয়ত ৩৬০পৃ।

৪২। মাওয়াহিবে লাদুনিয়ায় হজরত নু' মান বিন বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেলন যে, হজরত জায়েদ বিন খারেজা আনছারগনের সরদার ছিলেন। তিনি মদীনা শরীফের রাস্তায় চলাকালীন জহুর এবং আছরের মধ্যবর্তী সময়ে কোন এক স্থানে পড়ে গেলেন এবং তার ইন্তেকাল হয়ে গেল। আনছার পুরুষ ও মহিলাগন কান্না কাটি করতে লাগল। তিনি মৃত এবং শায়িত অবস্থায় । হঠাৎ মাগরেব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে একটি আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। তিনি বললেন চুপ কর । এর পর চিন্তা ও লক্ষ্য করে দেখা গেল যে চাদরের নীচ হতে আওয়াজ আসছিল। অতঃপর তারা ঐ ব্যক্তির চেহারা হতে চাদর সরিয়ে লক্ষ্য করলে শুনতে পেলেন যে,তিনি বলছেন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহিন্নাবিঈল উম্মিয়্যে খাতামান্নাবিয়্যিন লা- না বীয়া বা 'দাহু ওয়াকানা জালিকা ফিল কিতাবিল আউয়ালে... শেষ পর্যন্ত।

৪৩। হজরত আবদুল্লাহু বিন উবায়দুল্লাহ আনছারী হতে বর্ণিত, তিনি রেওয়ায়েত করেন যে; আমি এ জমাতে শরীক ছিলাম যারা ছাবেত বিন কায়েছ বিন শামাসকে দাফন করে ছিল। এবং যখন তিনি মৃত্যু বরণ করবার পর তাকে কবরের ভিতর রাখা হল তখন তাকে এই কথা বলতে শুনতে পেয়েছি যে, মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহু আবুবকর ছিদ্দিক আমরুস্ শহীদ। উছমান ইবনে আফফান। আবার যখন খুব খেয়াল করলাম তখন দেখতে পেলাম যে, তিনি মৃত। তদ্রুপ শেফা শরীফেও বর্ণিত আছে।

৪৪। আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন যে, হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি ছাগল জবেহ করে সম্পূর্ন পাক করে হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের খেদমতে নিয়ে হাজির করল। তখন সমস্ত ছাহাবাগণ মিলে খেলেন। হুজুর পোরনূর বললেন- তোমরা সকলেই গোশ্ত খাও, কিন্তু হাডডি চিবিও না। অতঃপর আহার সমাপন হলে হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম সমস্ত হাডডি জমা করলেন এবং তাতে নূরানী হাত মোবারক রেখে কিছু পাঠ করলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে দেখা গেল যে, উক্ত ছাগল জিন্দা হয়ে উঠল। এবং দড়িয়ে কান দুলাতে লাগল।

৪৫। কতেক কামেল আওলিয়ায়ে কেরাম রয়েছেন যাঁরা আল্লাহ পাকের কুদ্রতের প্রকাশক । এবং নূরে খোদা মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের গোলামীর দ্বারা সম্মানিত। তাঁর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের ছায়ায় অবস্থান করে কেরামত জাহির করে থাকেন। উদহরণ স্বরুপ বলা যায়, যেমন লোকজন একটি মোরগ খেয়েছে এবং বুজুর্গ এর হাডডি সমূহ একত্র জমা করে তার উপর হাত রেখে আল্লাহ তায়ালা এবং রাছুলেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের

নাম নিলেন। আর তৎক্ষণাৎ সে মোরগ জিন্দা হয়ে উঠল এবং চীৎকার করতে লাগল। এও নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের মোজেজাতের অর্ন্তভূক্ত । ৪৬। জানা দরকার যে, খাইবরে বিষমিশ্রিত ছাগলের প্রসঙ্গকে অনেক আলেমগণ মৃতকে জিন্দা করার ভেদের মধ্যে শামিল করেছেন। এবং কেউ কেউ বলেন যে, এমন কথা যা আল্লাহ পাক মৃত ছাগলে জাহির করেছেন। যেমন বৃক্ষাদিও পাথর সমূহে হরুফ এবং আওয়াজকে আল্লাহ পাক জাহির করেছেন।আর তা ছুরত পরিবর্তন এবং আকৃতি পরিবর্তন ব্যতীত শুনতে পাওয়া যায়। শায়েখ আবুল হাসান, এবং কাজী আবুবকর বাকালানীর মজহাব তাই।

চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করা

৪৭। হাদীছ শরীফে এসেছে ছাইয়্যেদেনা হজরত ইবনে মছউদ রাদিয়াল্লাহু বলেন যে, রাসলুল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার উত্তম জমানায় চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়। এক টুকরা পাহাড়ের উপরে এবং এক টুকরা পাহাড়ের নীচে ছিল। এ রেওয়ায়েত ছাহাবায়ে কেরামের এক জমাত বর্ণনা করেছেন। তারা বলেছেন- কুফ্ফারে মক্কা অর্থাৎ কোরায়েশ বংশের আবুজেহেল ইত্যাদি কাফেরগণ একদিন নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাল্লামের নিকট মোজেজা চেয়ে বলল আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন তবে আকাশের ঐ চাঁদকে দুই টুকরা করে দেখান। সে সময় আকাশে ছিল পূর্ণিমার চাঁদ। হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের ঐ পূর্ণিমার চাঁদকে স্বীয় শাহাদাত আঙ্গুলের দ্বারা ইশারা করবামাত্রই চাঁদ দু টুকরা হয়ে যায়। লোকজন হেরা পাহাড়কে চাঁদের দু টুকরার মাঝখানে দেখতে পায় । হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করলেন ইশহাদু, তোমরা স্বাক্ষী থাক। কিছক্ষণ পরে আবু জেহেল বলল, হে মোহাম্মদ ! চাঁদকে পুনরায় আদেশ কর, যেন সে একত্রে মিলিয়া যায়। রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম পুনরায় শাহাদাত আঙ্গুলি উঠিয়ে ইশারা করতেই দ্বিখন্ডিত চাঁদের দু টুকরা পুনরায় মিলিত হয়ে যায়। এ অলৌকিক ঘটনা দেখে উপস্থিত সকলেই হুজুর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করে ইসলাম গ্রহণ করল। কিন্তু পাপীষ্ঠ আবু জেহেল বিশ্বাস করল না । সে বলল এবারে মোহাম্মদ সকলের চক্ষুর উপরেই তাঁর যাদু খাটিয়েছে।

একটি সর্তকবাণী ঃ- মাওয়াহেবে লাদুনিয়া গ্রন্থের মুছান্নিফ বলেন কতক লোক বয়ান করে যে, নূরনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার দামান মোবারকে চাঁন্দ দুই টুকরা হয়ে আস্তিন শরীফ এর ভিতর দিয়ে বের হয়েছে। এ কথার কোন আসল বা মূল পাওয়া যায় না। যেমন শায়খ বদরউদ্দীন বরকাসী নিজের শায়খ এমাদ উদ্দীন ইবনে কাছির হতে নকল করেছেন। আল্লাহু আলামু।

৪৮। সূর্য অস্ত যাবার পর পুনরায় তার ফিরে আসা, আকাশে উদয় হওয়া হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার একটি অন্যতম বিখ্যাত মুজেজাহ। হজরত আছমা বিনতে আমিছ হতে বর্ণিত আছে যে হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের উপর এ অবস্থায় ওহি নাযিল হয় যখন হুজুর পোরনূর হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর রানের উপর মাথা মোবারক রেখে আরাম করছিলেন।

ছাইয়্যেদেনা হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আছরের নামাজ পড়েন নাই। অপর দিকে সূর্য অস্ত হয়ে গেল। হুজুর ছরকারে দো আলম জিজ্ঞাস করে জানতে পারলেন যে, মাওলা আলীর আছরের নামাজ কাজা হয়ে গিয়েছে। হুজুর পোরনূর মুনাজাত করলেন, হে খোদা ! তোমার আলী তোমার এবং তোমার রাসুলের খেদমতে নিয়োজিত ছিল; তুমি তার জন্যে সুর্য্যকে ফিরিয়ে দাও।' তৎক্ষণাৎ রাসুলে খোদার মুনাজাত শেষ হতে না হতেই অস্তমিত সুর্য পুনরায় আকাশে উদিত হল এবং আছরের ওয়াক্ত বরাবর ফিরে আসলো। হুজুর পাকের নির্দেশ অনুযায়ী মাওলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু আছরের নামাজ আদায় করবার পর সুর্য অস্তমিত হয়ে যায়। হজরত আছমা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন আমি সুর্য্য অস্ত হতে দেখেছি এবং এর পর তাকে পুনরায় উদয় হতে দেখেছি। আর এর নিদর্শন পাহাড় সমূহে এবং জমীনে প্রকাশ পেয়েছে। এই ঘটনা ছুহবা নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিল। এই হাদিছের পূর্ন আলোচনা গাজওয়ায়ে খায়বরে রয়েছে।

আঙ্গুল মোবারক হতে পানির নহর জারি

৪৯। হুজুর নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার আঙ্গুল মোবারক সমূহ হতে জারি হয়েছে। এ ধরণের মুজেজাহ অন্য কোন নবীর ছিল বলে জানা যায় না । শুনিতেও পাওয়া যায় না। যদিও হজরত মুছা আলাইহি ওয়াল্লামের হাতের লাঠির আঘাত দ্বারা পাথরের মধ্য হতে পানির নহর জারি হয়েছিল; তবু এতে সন্দেহ নাই যে, আঙ্গুল মোবারক হতে পানির নহর জারি হওয়া পাথরের মধ্য হতে নহর জারি ওয়ার মুজেজাহ হতে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চস্তরের, অলৌকিক ব্যাপার। কেননা, পাথর হতে স্বাভাবিকরুপেই পানি বের হয়। পক্ষান্তরে চামড়া-মাংস পেশি ও হাড্ডির ভেতর হতে পানির ধারা জারি হওয়া সত্য সত্যই আজব ব্যাপার । এক মাত্র নূরে খোদা নূরে মোজাচ্ছম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের জন্যে ছিল। ইহা আঙ্গুল মোবারকের একক ও অনন্য শ্রেষ্ঠ মুজেজাহ। এবং সেই নহরের পানি মোবারক ছিল বেহেশ্‌তী নহর কাওছার ও ছালছাবিলের পানি হতে ও উৎকৃষ্টিতর । এই হাদিছকে ছাহাবায়ে কেরামের এক বিরাট জমাত সংগ্রহ করেছেন। হযরত আনছ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিছ বোখারী ও মুছলিমের মধ্যে এসেছে।

৫০। হজরত আনাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন আমি নূরনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাকে দেখেছি যে, আছরের নামাজের সময় হতে এবং লোকজন চারিদিকে পানির তালাস করছে ; অথচ পানি পাচ্ছে না । ইতমধ্যে হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার নিকট কিছু পানি আনা এবং হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম নিজ হাত মোবারক উক্ত পানির পাত্রে রাখলেন এংব লোকজনকে আদেশ করলেন - তোমরা ওজু কর'। ঐ সময় আমি দেখলাম যে, নূরে খোদার আঙ্গুল মোবারক হতে পানির ধার প্রবাহিত হচ্ছে। অন্য এক রেওয়ায়েত আছে যে, আঙ্গুল মোবারক এবং আঙ্গুল মোবারক সমূহের ফাঁক হতে পানির ধারা বের হয়ে আসছে। যেহেতু, সমস্ত লোকজন ওজু করলেন; লোকজন হজরত আনছ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বললেন আমাদের সংখ্যা ছিল ৩০০(তিনশত) জন।

৫১। ইবনে শাহীনে হাদিস হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন আমি গাজওয়ায়ে তবুকের মধ্যে হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। মুসলমানগন আরজ করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহু আমরা, আমাদের উট এবং অন্যান্য প্রাণিগুলি পানির পিপাসায় অস্থির হয়েছি। হুজুর পোরনূর ইরশাদ করলেন পানি কম বেশী যাহা পাও নিয়ে আস। তখন লোকজন তাদের মশক বা পাত্রসমূহ হতে পানি জমা করে সামান্য পানি হাজির করলেন। হুজুর পোরনূর নিজ হাতে মোবারক ঐ সামান্য পানিতে রাখলেন হজরত আনাছ বলেন আমি দেখলাম হুজুরে পাকের আঙ্গুল মোবারক হতে পানির নহর জারি হয়েছে। অতঃপর, আমরা সকলে মিলে পানি পান করলাম এবং আমাদের উট ও অন্যান্য পশু গুলিকে পানি পান করালাম। আর অতিরিক্ত পানি আমাদের মশক সমূহ পূর্ণ করে রাখলাম।

৫২। বাইহাকী শরীফে ছাইয়েদেনা হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে এও বর্ণিত আছে যে, তিনি বর্ননা করেন যে, নূরে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কবার দিকে তশরীফ নিলেন। এ স্থানে এক ব্যক্তি ছোট এক পিয়ালা নিয়ে আসে এবং হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম নিজ হাত মোবারক ঐ পিয়ালায় রাখলেন কিন্তু পূর্ন হাত মোবারক পিয়ালায় পুরাপুরি ধরে নাই । তখন হুজুরে পাক ৪(চার) আঙ্গুল মোবারক পিয়ালায় রাখলেন এবং বড় আঙ্গুল মোবারক বাইরে রাখলেন। তারপর লক্ষ্য করা গেল যে, ঐ নূরানী আঙ্গুল মোবারক হতে পানির স্রোতধারা প্রবাহিত হতে লাগল।

৫৩। বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হজরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বয়ান করেন- হুদাইবিয়ার দিন আমরা পিপাসার্ত ছিলাম। হুজুর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার সামনে এক ঘটি পানি ছিল যা দ্বারা হুজুরে পাক ওজু করছিলেন। ছাহাবায়ে কেরাম হুজুরে পাকের চারদিকে হালকার অবস্থায় দন্ডায়মান হলেন। হুজুরে পাক এর কারণ জিজ্ঞাস করায় ছাহাবাগণ আরজ করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ ! আমাদের নিকট একটু পানি নাই যে ওজু করব কিংবা পান করব। একমাত্র হুজুরের সামনেস্থিত পানি ব্যতীত আর কোন পানি নাই। এ কথা শ্রবন মাত্রই হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম উক্ত পানির ঘটিতে হাত মোবারক রাখলেন এবং তাতে ভয়ানকভাবে পানির স্রোতাধারা জারি হয়ে গেল। অতঃপর, সকলেই আমরা পানি পান করলাম, ওজু করলাম। লোকজন হজরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ঐ সময়ে উপস্থিত ছাহাবাগণের সংখ্যা জিজ্ঞাস করায় হজরত জাবির বললেন আমরা যদি সংখ্যা একলক্ষ হতাম তবুও পানির কমতি হত না; যথেষ্ট হত। কিন্তু আমরা ছিলাম সংখ্যায় মাত্র ১৫০০ (পনের শত) জন।

৫৪। ছহি মুসলিম শরীফে আছে যে, ছাইয়্যেদেনা জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বর্ণনা করেন আমরা গাজওয়ায়ে বাওয়াতের মধ্যে ছিলাম। আমাদের নিকট মশকের মধ্যে কয়েক ফোটা পানি মাত্র ছিল। তা পিয়ালায় ঢালা হল তারপর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম পিয়ালায় আঙ্গুল মোবররক রাখলেন। তৎক্ষণাৎ আঙ্গুল মোবারক হতে পানির স্রোতাধারা জারি হয়ে গেল। হুজুরে পাক লোকজনকে পানি পান করতে আদেশ করলেন। এবং সকলেই পরম তৃপ্তির সাথে পানি পান করলেন। এর পর হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াছাল্লাম পিয়ালা হতে হাত মোবারক উঠালেন। তখন পিয়ালা পরিপূর্ণ ছিল। হজরত জাবির হতে ইমাম আহমদ, বাইহাকী এবং ইবনে শাহীনও এই রেওয়ায়েত নকল করেছেন!

৫৫। হজরত ইবনে মছউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিছ ছহি বোখারী শরীফের মধ্যে আলকামার রেওয়ায়েত আছে যে, হজরত ইবনে মছউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন আমরা হুজুরে পাকের দরবারে ছিলাম, আমাদের নিকট পানি ছিল না, হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আমাদেরকে আদেশ করল কারও নিকিট হতে তালাস করে অল্প পানি নিয়ে এসো। আমরা অল্প পানি নিয়ে হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার দরবারে হাজির হলাম। উক্ত পানি একটি পাত্রে ঢেলে হুজুর পোরনূর নিজ হাত মোবারক পানিতে রাখার মাএই পানির স্রোতধারা প্রবাহিত হতে লাগল।

৫৬। ছহি মুসলিম শরীফে ছাইয়্যেদেনা মাআজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে গাজওয়ায়ে তবুকের ঘটনায় বর্ণিত আছে তিনি বর্ণনা করেন যে, নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ছাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে বললেন তোমরা ইন্‌শাআল্লাহ সূর্য উদয়ের সময় তবুকের কুপের নিকট পৌছে যাবে; তোমাদের যে কেউ ঐস্থানে পৌছবে পানিতে হাত লাগাবেনা; যতক্ষণ পর্যন্ত আমি ঐ স্থানে না পৌঁছি। হজরত মাআজ বলেন- যখন আমরা কুপের নিকট হাজির হলাম তখন দেখলাম ২জন লোক আমাদের পূর্বেই ঐ জায়গায় পৌছেছিল। ঐ কুপ হতে তখন ফোঁটা ফোঁটা পানি বের হচ্ছিল। হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলেন তোমরা কি পানিতে হাত লাগিয়েছো। তারা বলল- হ্যাঁ। হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তাদেরকে তিরস্কার করলেন এবং বললেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। তারপর ছাহাবাগণ নিজ হাতে কুপ খনন করলেন যেন কিছু পানি জমা হয়। যখন পানি কিছু বাহির হল তা ও দুর্গন্ধযুক্ত, ব্যবহারের যোগ্য নয়। অতঃপর হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছল্লাম নিজ চেহেরায়ে আনোয়ার এবং উক্ত হাত মোবারক ধৌত করলেন এবং ঐ পানি মোবারক ঐ কুপে ঢেলে দিলেন। ফলে কুপটি পানিতে ভরপুর হয়ে গেল। ছাহাবাগণ পানি পান করলেন। হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করলেন হে মাআজ! যদি তোমরা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকো তবে এ জায়গায় দালান কোটা এবং বাগান দেখতে পাবে। পরবর্তী সময়ে হুজুরে পাকের ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে ছিল। এই ভবিষ্যৎ বাণীটিও হুজুরে পাকের মুজেজাহ এবং গায়েবী খবর প্রদানের মধ্যে গণ্য হয়েছে। হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের এই ধরণের মুজেজার সংখ্যা অগণিত। এক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করি, কোথাও সাধারণ মানুষের পক্ষে এসব অলৌকিক ও আজব ঘটনা ঘটানো সম্ভব কি? বুদ্ধিও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই উত্তরে বলবে কখনো সম্ভব নয়। অথচ মানুষ নামের একশ্রেণীর দুই পা বিশিষ্ঠ জানোয়ার বলে-'নবী আমাদের মতই সাধারণ মানুষ।' ভুল ভ্রান্তিতে ভরা দোষ গুণে মানুষ। আর বহু বহু জঘন্য উক্তি ওহাবী লা-মজহাবী বেদ্বীনের দলে মুখে বলে এবং বই পত্রে লিখে প্রচার করে। নাউজুবিল্লাহ! হে আল্লাহ্ ! বেদ্বীন ওহাবীদের হাত হতে সুন্নী মুসলমানদের ঈমানের হেফাজত কর; এই বদবখ্‌ত্ দিগের বাতাস যেন সুন্নীদের গায়ে না লাগতে পারে। আমীন!

৫৭। ফাজিয়া হুদাইবিয়ায় এসেছে যে, হুজুর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ৪০০(চারশত) ছাহাবার সাথে হুদাইবিয়ার কুপে হাজির হলেন। এ কুপ হতে ৫০ (পঞ্চাশ) টি ছাগলকে পানি পান করানো যেত। কিন্তু ছাহবাগণ সম্পূর্ণ পানি উঠিয়ে ফেললেন। এক ফোঁটা পানিও কুপে অবশিষ্ট রইল না। এ সময় হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ঐ কুপের এক পার্শ্বে তশরীফ আনয়ন করলেন। বালতির দ্বারা উঠানো পানি দিয়ে হুজুর ওজু করলেন এবং মুখ মোবারকের পানি কুপের মধ্যে ফেলে দিলেন। তৎক্ষণাৎ ঐ কুপে প্রবল বেগে পানি উঠতে লাগল। মুহূর্ত্তের মধ্যে পানির স্রোতধারা কূপের উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে লাগল। সমস্ত ছাহাবাগণ শান্তিমতো তৃপ্তির সাথে পানি পান করলেন এবং তাদের উট সমূহকে পানি পান করালেন।

৫৮। হদিসে জাবিরেও তদ্রুপ মোকামে হুদাইবিয়ার মধ্যে হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাল্লামার আঙ্গুল মোবারাকের মধ্য হতে পানির নহর জারি হওয়ার রেওয়ায়েত এসেছে। আর এ দু কিচ্ছার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আলেমগণ উভয় ঘটনাকে একই সময়ের সাথে একত্রিত করেছেন। যেহেতু হাদিছে জাবিরের নির্দ্ধারিত সময় একই। যখন নামাজের সময় উপস্থিত হত তখন হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ওজু করতেন এবং সকলেই শান্তি ও তৃপ্তিলাভ করতেন। এবং বালতির অবশিষ্ঠ পানি কুপে ফেল দেয়া হয়েছিল যা দ্বারা কুপের পানি বৃদ্বি পেয়েছে। এরুপ উভয় রেওয়ায়েতের তাৎবিক বা সমন্বয় সাধন করা হয়।

৫৯। হজরত ক্বাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, ছাইয়্যেদে আলম নূরে খোদা মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আমাদিগকে এক ছফরে এ বলে আদেশ দান করেছিলেন যে, তোমরা সারারাত্রি ব্যাপি চলতে থাকবে এবং আগামীকল্য ভোরবেলায় ইন্‌শায়াল্লাহ তায়ালা তোমরা পানির সন্ধান পাবে। লোকজন পানির তালাসে এদিক ওদিক ঘুরাফিরা করতে শুরু করে দিল। এদিকে হুজুর পাকের চোহবতের খেয়াল রইল না। এবং পানির সন্ধানে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে গেল। যখন রাত্রির তৃতীয় অংশ উপস্থিত হল তখন হুজুর নূরনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামার আপন মাথা মোবারক রেখে শয়ন করলেন এবং ছাহাবাগনকে বললেন ফজরের নামাজের খেয়াল রাখিও; অর্থাৎ জাগ্রত থেকো ফজরের নামাজের অপেক্ষা করিও যেন ফজরের নামাজ ফওত না হয় । কিন্তু ঘটনাক্রমে তারা সকলেই ঘুমিয়ে পড়লেন। সকলের পূর্বে নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম জাগ্রত হলেন। ঐ সময় সূর্য্য যখন হুজুর পাকের পিঠ মোবারকের উপর তাহার কিরণ দিতেছিল তখন হুজুর হুকুম করলেন ছওয়ার হয়ে যাও, ইহা শয়তানের জায়গা। তৎক্ষাণাৎ সকলেই ছওয়ার হয়ে গেলেন এবং সূর্য্য খুব উপরে উঠে গেল হুজুরে পাক তখন পানির ঘটি চাইলেন। হজরত ক্বাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- আমার নিকট পানির ঘটি এবং এতে অল্প পানিও ছিল। হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তা দ্বারা ওজু করলেন। আর অবশিষ্ট পানি এই বলে হেফাজতে রাখবার নির্দেশ দান করলেন যে, উহাতে এক উৎকৃষ্ট মুঁজেজা প্রকাশ পাবে। অতঃপর হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আযান দিলেন এবং ফজরের নামাজ আদায় করা হল। অবশেষে, ছওয়ার হয়ে সকলেই রওয়ানা করলেন। সূর্য্যের তেজ ক্রমশ প্রখর হয়ে উঠল। সব কিছুই উত্তপ্ত হতে লাগল।

বর্ণনাকারী হজরত ক্বাতাদা বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ্! পিপাসায় আমার প্রাণ বের হবার উপক্রম হয়েছে। হুজুর পোরনূর ইরশাদ করেন পিপাসায় তোমার প্রাণ বের হবে না। হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আমার নিকট পানির ঘটি চাইলেন। এবং হুজুর পোরনূর ঐ ঘটিতে মুখ মোবারক রাখলেন। আমার জানা নাই যে, হুজুরে পাক তাতে লালা মোবারক রাখলেন না ফুঁক দিলেন । (আল্লাহ পাক ভাল জানেন) । তৎক্ষণাৎ ঐ ঘটি হতে পানির স্রোত প্রাবাহিত হতে শুরু করল। হুজুর পোরনূর পানি পান করতে আদেশ করলেন। লোকজন তখন ভীর করতে লাগল। হুজুর পাক ইরশাদ করলেন। ভীর করিও না সকলেই পানি পাবে শান্ত হও'। সকলেই শান্ত হল। বর্ণনা কারী হজরত ক্বাতাদা বলেন আমি এবং হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সহদুজন পানি পান করায় বাকি ছিলাম। হুজুর আমাকে বললেন তুমি পান কর । আমি আরজ করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপানার পূর্বে আমি পান করব না । হুজুর পাক ইরশাদ করেন ইশরিব্ ছাকিল কাওমে আখিরুহুম শারবান্ অর্থাৎ পান কর কওমক পান করানেওয়ালা শেষে পান করে থাকেন। তখন পান করলাম। অবশেষে হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পান করলেন।

৬০। ছাইয়্যেদেনা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে দুঃখ কষ্টের বিষয় বর্ণিত আছে যে, লোকজন পিপাসায় এতই কাতর হয়েছে যে, উপায়ন্তর না দেখে উট জবহ করে উহার নাড়ীভূড়ি চুষে পানি বের করে পান করতে লাগল। ঐ সময় হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামার দরবারে হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দোয়া করবার জন্যে আরজ করলেন। হুজুর পোরনূর দোয়া করতে দু হাত মোবারক উঠালেন। হুজুর পোরনূর তখন হাত মোবারক নীচে নামান নাই; বৃষ্টি মুসলধারে বর্ষিতে লাগল। যার নিকট যে পাত্র ছিল; পানি পূর্ণ করে নিল। এই বৃষ্টির পানি লস্করের বাহিরে ব্যবহার করা হয় নাই।

৬১। বর্ণিত আছে যে, একবার হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এবং হজরত আবু তালেব এক ছওয়ারীতে ছওয়ার হয়ে ছফরে গিয়েছিলেন । আবু তালেব আরজ করলেন হে ভ্রাতুস্পুত্র ! আমার বড়ই পিপাসা পেয়েছে আমার সঙ্গে পানিও নাই। হুজুর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তৎক্ষণাৎ নীচে নেমে নিজ পা মোবারক জমীনে আঘাত করলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে জমীন হতে পানি বের হতে লাগল। হুজুরে পাক হজরত আবু তালেবকে বললেন - হে চাচাজী পানি পান করুন।

৬২। বোখারী ও মুসলিম শরীফে আছে হজরত এমরান বিন হাছিন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, এক সময় আমি রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার সাথে ছিলাম। লোকজন পানির পিপাসার অভিযোগ করলে হুজুর পোরনূর নিজের কাছে দুজন ছাহাবীকে ডেকে এনে বললেন । তম্মধ্যে একজন হজরত আলী বিন আবু তালেব ছিলেন হুজুর পাক তাঁকে বললেন তোমরা পানির সন্ধানে বের হয়ে কিছু দুর যেতেই একজন মহিলাকে উটের উপর ছওয়ার হয়ে রাস্তা অতিক্রম করতে দেখবে' তার নিকট পানির দুটি মশক পাবে। তাঁরা উভয়ে পানির সন্ধানে বের হলেন এবং কিছু দুর গিয়ে বর্ণনানুযায়ী ঠিকই ঐ মহিলাকে পেলেন যে পানির মশক সহ যাচ্ছিল। তাঁরা দুজন ঐ মহিলাকে পানির

মশক সহ রাসূলে খোদা নূরনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের দরবারে হাজির করলেন। তারপর উটের উপর হতে পানির মশক নামান হল। হুজুর পোরনূর পানির পাত্র চাইলেন। পনির পাত্র আনা হলে হুজুরে পাক উক্ত মশক হতে পাত্রে পানি ঢেলে ছাহাবাগণকে পানি পান করতে আদেশ করলেন তোমরা পানি পান কর এবং পান করাও । ঐ মহিলাটিকে দাড়িয়ে দেখছে যে, আগে কি ঘটে। বর্ণনা কারী বলেন আল্লাহর কছম! নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ঐ মহিলাকে যখন পানির মশক ফেরৎ দিলেন তখন আমি লক্ষ্য করলাম যে, মশকটিতে পানির পরিমাণ পূর্বের চাইতে বেশী ছিল। অতঃপর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম মহিলার জন্যে খাবারের ব্যবস্থা করতে আদেশ দিলেন। আদেশ পেয়ে লোকজন খেজুর আটা এবং ছাতু একএ করে তার চাদরে বেধে উটের উপর রেখে দিলেন। অবশেষে, হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম মহিলাটিকে বললেন এখন তুমি যেতে পার, আমি তোমার পানি হতে এক ফোঁটাও কমাইনি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা নিজ কুদ্রত দ্বারা আমাদিগকে পানি দান করেছেন। যখন উক্ত মহিলাকে তার কবিলার নিকট পৌছালে তখন লোকজন তাকে জিজ্ঞাস করলে মহিলাটি উত্তরে বলল আমি এক অতি আশ্চয্যজনক ঘটনা দেখেছি। দুই ব্যক্তি এসে আমাকে এমন এক মহান ব্যক্তির নিকট নিয়ে গেল; যাকে লোকজন আঁক্কা ও মাওলা বলে সম্বোধন করে থাকে

এই বলে শুরু করেঃ মহিলাটি সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করল। আর বলল খোদার কছম! এই ব্যাক্তি হয় মানুষের মধ্যে বড় যাদুকর অথবা খোদার সত্য রাসূল। তোমাদের মধ্যে কেউ ইসলাম কবুল করার আছে কি? লোকজন মেয়েটির কথায় সাড়া দিল এবং হুজুর নূরনবীর দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল।

৬৩। হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিছে গাজওয়ায়ে খন্দকের প্রসঙ্গে বোখারী ও মসুলিম শরীফ হতে বর্ণিত আছে যে, হজরত জাবের বলেন আমি আমার বিবিকে তার নিকট কিছু খাদ্য আছে কিনা জিজ্ঞাস করলাম। কেননা আমি রাসুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার চেহেরায়ে আনোয়ারের মধ্যে ক্ষুধার কিছুটা নমুনা দেখতে পেলাম। এই কথা শুনে আমার বিবি একটি থলি বের করল, তাতে এক 'ছা' অর্থাৎ সাড়ে চার সের যব ছিল। এবং একটি মোটা বকরির বাচ্চাও ছিল। আমি ঐ বাচ্চটি জবাহ্ করে গোশ্ত বানিয়ে ডেকসিতে রেখে দিলাম; আমার বিবি যবের আটা পিশল। এবং আমি হুজুরে পাকের খেদমতে হাজির হলাম। আরজ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আমি একটি বকরির বাচ্চা জবেহ করেছি এবং আমার বিবি যবের আটা পিশছে। হুজুর কয়েকজন সাহাব নিয়ে গরীব খানায় তশরিফ নিয়ে বসুন। অতঃপর হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন আস ! জাবের খানা তৈয়ার করেছে, আস তার বাড়ীতে যাই। (এই স্থানে হুজুর পোরনূর ছাহাবাগণকে আহবান করার সময় 'চুর' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এবং 'ছিন' এর পেশ ও ওয়াত্ত এর ছকুন অর্থাৎ খাদ্য; ইহা ফরাশী শব্দ হুজুরে পাকে জবান মুবারক হতে নিঃসৃত হয়েছে) হুজুরে পাক বললেন আমি না আসা পর্যন্ত ডেকছি চুলার উপর উঠিওনা এবং গুলা আটাকে ঐ অবস্থায় রেখে দিও। তারপর হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম একহাজার ছাহাবাকে সঙ্গে করে হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ীতে আগমণ করলেণ। হজরত

জাবের উক্ত আটা এবং গোশতের ডেকছি হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার সমনে হাজির করলেন। হুজুর নূরে খোদা মুখের লালা মোবারক ডেকছিতে রাখলেন। এবং বরকতের জন্যে দোয়া করলেন। তারপর হুজুর জাবেরের বিবিকে বললেন তুমি রুটি তৈরি কর তোমার সাহায্যকারী অন্য আর একজন মেয়েলোক সঙ্গে নাও। আর ডেকছি হতে গোশ্ত বের করতে থাক। কিন্ত উপুর হয়ে ডেকছির ভিতর দেখো না । হজরত জাবের রাদিয়াল্লহু আনহু বলেন খোদার কছম ! ঐ এক হাজার লোকের পেট ভরে খানা খাওয়ার পরও ডেকসিতে পূর্বের মত গোশ্ত পূর্ণ ছিল এবং আটাও অনেক মওজুদ ছিল।

৬৪। হজরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, গাজওয়ায়ে তবুকের মধ্যে যা নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের শেষ গাজওয়া ছিল। যখন লোকজন ক্ষুধায় অস্থির হয়ে পড়েছিল তখন হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ ! যাহা কিছু খাদ্য রয়েছে লোকজনকে আদেশ করুন তা এনে জমা করতে এবং রাসুলাল্লাহু তাতে বরকতের দোয়া করুন। হুজুর পোরনূর ইরশাদ করলেন হাঁ ঠিক আছে । আমি দোয়া করব। যখন হুজুরে পাক ঘোষণা করলেন তখন যার নিকট যে খাদ্য অবশিষ্ট ছিল তা হুজুরে পাকের সমনে আনতে লাগল। কেউ এক মুষ্টি ছাতু কেহ একটি রুটির টুকরা আনল। এক ব্যক্তির নিকট ছিল ১ 'ছা' অর্থাৎ (সাড়ে চার) সের খেজুর তা নিয়ে আসল। অতঃপর এ অল্প খাদ্য যখন দস্তরখানে জমা হল হুজুরে পাক তখন বরকতের জন্যে দোয়া করলেন। এবং আদেশ করলেন তোমাদের নিজ নিজ বরতন সমূহ ভরে খাবার নিয়ে যাও। তখন ইসলামী লস্করের মধ্যে এমন কেউ বাকী ছিলা না যার বরতন খাদ্য পূর্ণ হয় নাই। সকলেই পেট ভরে তৃপ্তির সাথে খেলেন। তবু দস্তরখানায় খাদ্য অনেক মওজুদ ছিল। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এ তবুকের যুদ্ধের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৭০(সত্তর) হাজার। যখন হুজুর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম হতে এ বিখ্যাত মুজেজাহ প্রকাশ পেল তখন রাবী বলেন **আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া ইন্নি রাসুলুল্লাহ** আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল। তারপর হুজুর ইরশাদ করলেন যে কেউ এ শাহাদাতের সাথে আল্লাহর সাথে মিলবে নিশ্চয়ই তার জায়গা বেহেশতের মধ্যে হবে।

৬৫। হজরত আনাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, ছাইয়্যেদেনা হজরত জয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার শাদী মোবারকের সময় হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের খেদমতে উম্মে ছালিম পায়েশের একটি বড় পিয়ালা আমার হাতে পাঠালেন। পায়েশ এক প্রকার খাদ্য যা খেজুর, ঘি এবং ছাতু ইত্যাদি মিশ্রিত করে তৈরি করা হয়। যা হোক, উম্মে ছালিম উক্ত হাতে পায়েশের পেয়ালা হজরত আনাছের হাতে দিয়ে বললেন, এটা হুজুরে পাকের খেদমতে নিয়ে যাও। এবং আরজ কর, ইয়া রাসূলাল্লাহু ! এ খাদ্য আমার আম্মা পাঠিয়েছেন। এবং তিনি ছালাম আরজ করার পর জানিয়েছেন যে, হুজুরের খেদমতে এ অল্প পরিমাণে খাদ্য পাঠিয়ে তিনি বড়ই সংকোচ বোধ করছেন। হুজুর পোরনূর ইরশাদ করলেন রেখে দাও। হুজুর আরও ইরশাদ করলেন অমুক অমুক লোকের জমাতকে ডেকে নিয়ে এসো। এরং রাস্তায় যাকে পাও ডেকে আনো। হজরত আনাছ বলেন আমি হুজুরে পাকের

নামোল্লেখ করা জমাত সমূহকে এবং রাস্তায় উপস্থিত যাকে পেলাম ডেকে আনলাম। যখন আমি ফেরে আসলাম তখন দেখলাম যে হুজুরে পাকের দরবার লোকজনে পরিপূর্ণ রয়েছে । ছহাবাগণ হজরত আনাছকে জিজ্ঞাস করলেন কি পরিমাণ লোকজন হবে? তিনি বললেন আনুমানিক ৩০০০(তিন হাজার) হবে। এর পর আমি লক্ষ্য করলাম যে, নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম নিজ হাত মোবারক ঐ পেয়ালার উপর রেখে কিছু পাঠ করলেন। তারপর দশ দশ জন করে লোক ডেকে তাদেরকে 'বিছমিল্লাহ্' বলে খেতে আদেশ করলেন। এরুপে দলে দলে লোকজন আসতে লাগল এবং পরম তৃপ্তির সাথে খানা খেয়ে যেতে লাগল। আল্লাহর ফজলে সকলেই পেট ভরে তৃপ্ত হয়ে খাদ্য গ্রহণপূর্বক গমণ করল। অতঃপর হুজুর ইরশাদ করলেন হে আনাছ! বরতন উঠাও । হরজত আনাছ বলেন আমি বরতন উঠালাম আমি তখন বলতে পারি না যে, এতে পায়েশ রাখবার সময় পূর্বের মত বেশী ছিলা না এখন উঠাবার সময় বেশী ছিল। ইহা ইমাম বোখারী ও মুসলীম রেওয়ায়েত করেছেন।

৬৬। হজরত জবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন হজরত রাসুলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম হজরত মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এক পাত্র ঘি দান করেছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ ৪৫(পয়তাল্লিশ) বৎসর পর্যন্ত সে পাত্র হতে প্রয়োজন মত ঘি খরচ করা সত্বেও তা পূর্নই ছিল। ৪৫ বৎসর পরে হঠাৎ ধাক্কা লেগে পাত্রটি ভেঙ্গে সমস্ত ঘি পড়ে গিয়েছিল।

৬৭। হজরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন হুজুর পোরনর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম একদা আমাকে অর্দ্ধ 'ছা' খুরমা দান করেছিলেন। আমি সে খুরমাগুলিকে একটা হাড়ির মধ্যে রেখেছিলাম। সুদীর্ঘ বিশ বৎসর পর্যন্ত আমি প্রত্যেকদিন সে হাড়ি হতে খুরমা বের করে নিজে খেয়েছি এবং বাড়ীর সকলকে দিয়েছি কিন্তু তবুও আমার হাড়ির খুরমা নিঃশেষ হয় নাই। অতঃপর আমীরুল মোমেনীন হজরত উছমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শহীদ হওয়ার পর আমার সে খুরমার বরকত চলে গিয়েছিল।

৬৮। উট, পশু পাখী ইত্যাদি নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে সেজদা করত। হজরত আনছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বর্ণনা করেন যে, নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম হজরত আবুবকর এবং হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে এক আনছারীর বাগানে তশরীফ নিয়ে গেলেন; ঐ স্থানে একটি বকরি ছিল এবং ঐ বকরি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামকে সেজদা করল। হজরত আবুবকর ছিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা বেশী হকদার যে, আমরা আপনাকে সেজদা করবার। হুজুরে পাক ইরশাদ করলেন কোন মানুষের জন্য শোভা পায়না মানুষকে সেজদা করা হাদিছের ...শেষ পর্যন্ত ।

৬৯। একবার এক উট নুরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার দরবারে এসে নিজ কওমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, তারা এশার নামাজের পূর্বেই শুয়ে পড়ে। সে বলল আমার ভয় হয় যে, না জানি আল্লাহ পাক কোন সময় তাদের উপর আজাব নাজিল করেন। হুজুর পোরনুর তা শুনে ঐ কওমকে ডাকলেন এবং তাদেরকে এশার নামাজের পূর্বে শুতে বারণ করলেন।

৭০। ছাইয়্যেদাহ হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন আমার ঘরে ২টি বরকি ছিল। যখন হুজুর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছল্লাম আমার ঘরে আরাম করতেন বসবাস করতেন তখন ঐ বরকি নীরবতার সাথে আরামে এবং শান্তি তে থাকত । আর যখন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বাহিরে তাশরিফ নিতেন তখন ঐ বকরি পেরেশান, বেকারার ও বেহুশ হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকত। হায়! আফসোস চতুস্পদ জানোয়ারের মধ্যে নবীজীর প্রেম ও ভালবাসা এতই ছিল যে, সে তুলনায় আজব মানুষের মধ্যে কতটুকু প্রেম আছে বা কী পরিমাণ থাকা উচিৎ তা পরিমাপ করে দেখা প্রয়োজন। আর ওহবী বদবখতরা তো জানোয়ারের চাইতেও নিকৃষ্ট।

৭১। এক রেওয়ায়েতে আছে, হুজুরে আনোয়ার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম যখন উট কোরবানী করতে যেতেন তখন প্রত্যেকটি উট একে অন্যকে সরিয়ে হুজুরে আনোয়ারের দিকে আসার জন্যে চেষ্টা করত যেন হুজুরে আনোয়ার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম প্রথমেই তাকে জাবেহ্ করে।

৭২। বর্ণিত আছে যে, হুজুর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম নিজ হাত মোবারক উম্মে মুরাদের বরকির স্তনে ফিরালেন যার দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল। ফলে ঐ বরকির স্তনে ঐ সময়েই দুধের জোয়ার আসল। তিনি নিজেও দুধ দোহন করে পান করতেন এবং হজরত আবু বকর ছিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পান করাতেন। উম্মে মুরাদের এ বকরির মশহুর কিচ্ছা ইন্‌শাআল্লাহ হিজরতের অধ্যয়ে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যাবে।

দুরুদ শরীফের সংক্ষিপ্ত ফজিলত

৭৩। হাদিস শরীফে আছে-মান ছাল্লা আলাইয়্যা ওয়াহেদাতান ছাল্লাল্লাহু আলাইহে আশরান- অর্থ; যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন।

৭৪। অন্য এক হাদিসে আছে যে, হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন, তার দশটি গোনাহ মিটিয়ে দেয়া এবং দশটি সম্মান বৃদ্ধি করে দেয়া ইহা শুধু দরুদ শরীফের উজরত এবং ছওয়াবের সাথে খাছ রয়েছে। পক্ষান্তরে অন্য আমলের মধ্যে এই দশগুণ বৃদ্ধি নাই অথার্ৎ নেক আমলের একের বদলা দশগুন ছওয়াব অবশ্যই মিলবে, কিন্তু এ গুনাহ মিটিয়ে দেয়া এবং সম্মান বৃদ্ধি করে নাই। আমি রেজভী বলছি বিষয়ঠি খুবই তাৎপর্য পূর্ণ এবং খুবই চিন্তমূলক ও রহস্যময় বটে।

৭৫। 'লাও শাক্কা ক্বালবী তারা ফি ওয়াছাতাহিতি জিকরুকা ফি ছাতারিন ওয়াত তাউহিদু ফি ছাতারিণ"।

যদি আমার দীল চিড়ে দেখুন তবে তাতে এক ছতর আপানার জিকির এবং এক ছতর তৌহিদে এলাহী দেখতে পাবেন।

৭৬। বড় ফায়দা দরুদ ও ছালামের মধ্যে এই যে, এর ছওয়াব দশটি গোলামকে আজাদ করে দেয়া। ১০টি জেহাদের মধ্যে শরীক হওয়ার সমান। দোয়া কবুল হয়

হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের শাফায়াত হুজুরের সাক্ষ্য এবং নৈকট্যলাভ হয়। বেহেশতের দরজা নিজ হাতে খোলা এবং কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হুজুরে পাকের সাথে সাক্ষাতলাভ এবং সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ লাভ কিয়ামতের দিন সমস্ত দঃুখ কষ্ট হতে নিরাপদে থাকা সমস্ত হাজত পূরণ হওয়া গোনাহ মাপ হওয়া ভুল ভ্রন্তিকে মিটিয়ে দেয়া। এ সমস্তই দরুদ শরীফের বরকতে হয়ে থাকে। আর কতিপয়ের অভিমত এইযে, দরুদ শরীফের ফায়দা এই যে, ফরজ সমূহে যা ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে তার কাফফারা হয়ে যায়। দরুদ শরীফের বদৌলতে দুঃখ কষ্ট দুর হয় বিমার হতে মুক্তি লাভ করে, ভয় ভীতি হতে নাজাত পায়, ক্ষুধা নিবারণ হয়। আল্লাহর সন্তষ্টি এবং ভালোবাসা লাভ হয়। তাঁর দরুদ আল্লাহর দরুদ এবং ফেরেশতাগণের দরুদের সাথে মিলিত হয়ে যায়। ধন দৌলত বৃদ্ধি হয়, পবিত্রা আসে দীল পরিস্কার হয়। সমস্ত কাজে কর্মে বরকত হয় এবং চার পুরুষ পর্যন্ত বরকত জারী থাকে। এ সমস্তই দরুদ শরীফের ফায়দা।
ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়া লিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়াবারিক ওয়াছাল্লাম। এতদ্ব্যতীত দরুদ শরীফের হাজার হাজার ফায়দা রয়েছে।
৭৭। আমিরুল মুঁমেনন ছাইয়্যেদেনা হজরত আলী ইবনে আবিতালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেছেন- ইন্নাল বাখিলা কুল্লাল বাখিলে ' যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ পড়ে না নিশ্চয়ই সে সমস্ত বখিল হতে নিকৃষ্টতর বখিল। আরও একটি রেওয়ায়েত আছে যে, আল বাখিলু মান জুকিরতু ইন্দাহু ফালাম ইউছাল্লি আলাইয়্য - ঐ ব্যক্তি অধিক বখিল যার সম্মুখে আমার নাম উচ্চারিত হয়, অথচ সে আমার উপর দরুদ পাঠ করে না।

৭৮। আরও এক হদিছে আছে যে, হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তির সামনে আমার কথা আলোচনা করা হয়, অথচ সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ে না, নিশ্চয়ই সে বেহেশতের রাস্তা ভুলে গেছে।
৭৯। হজরত ক্বাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, নূরে খোদা মোহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাল্লাম ফরমাইয়াছেন যখন আমার আলোচনা যার সামনে করা হয় এবং আমার উপর দরুদ না পড়ে সে যেন নিশ্চয়ই আমার উপর জুলুম করল। নাউজু বিল্লাহ।
৮০। হজরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছল্লাম ইরশাদ করেছেন- কোন একটি মজলিশ বসেছে এবং উঠে চলে গেছে, কিন্তু তারা (হুজুর পোরনূর উপর) দরুদ শরীফ পাঠ করে নাই,ঐ মজলিশটি মুর্দারের চেয়েও নিকৃষ্ট মজলিশ। নাউজুবিল্লাহ!
৮১। হযরত আবু ছায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্নিত আছে যে নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলেন একদল লোক মজলিসে জমিয়েছে এবং নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়সাল্লামার উপর দরুদ পাঠ করে নাই কিন্তু কিয়ামতের

দিন ঐ মজলিশের লোক জন বড়ই অনুতপ্ত হবে, যদিও বেহেশতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ ঈমান ও আমলে ছোয়ালেহার দ্বারা বেহেশ্‌ত পায়। ঈমান ও আমালে ছোয়ালেহার ছোয়াব পাইবে,কিন্তু হুজুর পোরনুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার উপর দরুদ শরীফ পাঠের বড় ছোয়াব ফৌত হয়ে যাওয়ার করণে আফছুছ্ ও অনুতাপের অগ্নিতে দগ্ধ হতে থাকবে, কেন তারা এই বড় ছওয়াব হতে বঞ্চিত রইল।

৮২। অপর এক হদিসে আছে হুজুরে আনোয়ার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঐ ব্যক্তি অপমানিত হবে যার সম্মুখে আমার নাম বলবে আর সে দরুদ শরীফ না পড়বে।

৮৩। আরও একটি হাদিছে আছে যে, হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বাহিরে কোথাও তশরিফ নিয়ে গিয়েছেন এবং মিম্বারে আরোহন করার সময় বললেন আমীন। আবার যখন কদম মোবারক রাখলেন তখনও বললেন 'আমীন' । হজরত মাআজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহু ! ঐ সময় আমিন বলার কারণ কি ছিল। হুজুর নূরনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করলেন জিবরাইল আমার নিকট এসে আরজ করল ইয়া রাসুলাল্লাহ! যে, ব্যক্তির সমানে আপনার নাম মোবারক উচ্চরণ করা হয় আর সে আপনার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ না করে এবং মরিয়া যায় আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কিরবেন, আল্লাহ পাক তাকে ধ্বংস করুন, তিনি তাকে নিশ্চিহ্ন করুন; ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি আমীন বলূন। আমি তখন আমীন বলেছি।"

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করুন জিবরাঈল আমীনের মত আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশতার বদদোয়া এবং নূরে খোদা, মাহবুবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামর 'আমীন' বলায় দরুদ পাঠে অবহেলাকারীর প্রতি কত ভয়াবহ দুঃসংবাদ কত মারাত্মক দুভাগ্যের ব্যাপার তা সহজেই অনুমান করা যায়। অতএব, আমার সমস্ত ঈমানদার সুন্নী মুসলমান ভ্রাতা ও ভগ্নিগণকে বিশেষ করে আমার সমস্ত মুরীদীন মোতাক্কেদীন ও ভক্ত অনুরক্তগণের প্রতি জানাচ্ছি যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর ওজুর সাথে ডান মুড়ে বসে অথবা দাড়িয়ে বেশী বেশী দরুদশরীফ মহব্বতের সঙ্গে পাঠ করবেন। জেনে রাখুন, দরুদশরীফ 'সৌভাগ্যের পরশমনি স্বরুপ। আর বাকী সময় ওজু থাকুক না থাকুক বা পাক- নাপাকের প্রশ্ন নেই; মনে মনে সর্বদা 'ইয়াহু' কিংবা ইয়া আল্লাহু ' জপতে থাকবেন। কাজে কর্মে সকল অবস্থায় এ মোবারক নামের জিকির খেয়ালে ধ্যানে জারী রাখবেন। কেউ যেন টের না পায় , জানতে বা বুঝতে না পারে যে, আপনি কি করছেন । এমন কি আপনার উভয় কাঁধের ফেরেশতা কেরামিন কাতেবীনও যেন টের না পায় জানতে না পারে। চলা ফেরায় উঠা বসায়, হাটে মাঠে ঘাটে কাজে কর্মে ব্যবসা ও বাণিজ্যে এবং রাত্রে শুবার সময়ে ইয়া হু অথবা ইয়া আল্লাহু জপতে জপতে ঘুমিয়ে পড়বেন এই অবস্থায় মরণ হলে শহীদী মরণ নসীব হবে। দুনিয়ার শান্তি ও পরকালের চিরশান্তি লাভ হবে। নিম্নের দরুদ শরীফ বেশী পরবেন। "ছাল্লাল্লাহু আলান্নাবিয়্যিল উম্মিয়্যে ওয়া

আলিহি ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম ছালাতাও ওয়া ছালামান আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ।"

বায়াতে রাসুল ' গ্রহণকারীদের প্রতি সংক্ষিপ্ত নসিহত এই যে, কম আহার কম নিদ্রা ও কম কথা বলার অভ্যাস গঠন করে নিবেন। নিজের হাত পা ও চোখকে পাপরাশি হতে হেফজতে রাখবেন। চুরি ডাকাতি জিনা ও শরাব ইত্যাদি জঘন্য পাপ হতে নিজেকে বাচিয়ে রাখবেন অপরকেও বাচাতে চেষ্টা করবেন। সাবধান! এতিমের হক নষ্ট করবেন না। ঋণগ্রস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবেন না। পরের হক কিংবা ঋণ আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়লে মৃত্যু আসার আগেই তা হকদার হতে বা ঋণদাতা হতে মাফ চেয়ে নিবেন। স্বরণ রাখবেন পথভ্রষ্ট বাতিল ফেরকা ওহাবী তবলীগি ইত্যাদির সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখবেন না। আল্লাহ পাক আপনাদিগকে ইহকাল ও পরকালের শান্তি ও মুক্তি দান করুন! আমীন। ভ্রাতৃগণ, আমার আক্কা ও মাওলা রসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম শৈশবকালে এতিম ছিলেন। এই কথা খেয়াল করে। এতিমাখানা মাদ্রাসা করেছি। এক্ষণে রাসুলে পাকের প্রেমিকগণের প্রতি আরজ এই যে, এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি সুদৃষ্টি রাখবেন। রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আপনাদের প্রতি সহায়ক হবেন।

মুসলমান কাফের হয় কুফুরীর দ্বারা

৮৪। কোরআন কারীমে ছুরায়ে তওবায় আল্লাহপাক ইরশাদ করেন-ইয়াহলিফুনা বিল্লাহে মাক্কালু ওয়ালাক্কাদ ক্কালু কালিমাতাল কুফরে ওয়া কাফারু বা' দা ইছলামিহিম।

অর্থ; তারা আল্লাহর নামে শপথ বলে যে, তারা কিছু বলে নাই (নবীজীকে গালি দেয় নাই) এবং নিশ্চয়ই তারা কুফুরীমূলক উক্তি করেছে এবং মুসলমান হওয়ার পর এরা কাফের হয়েছে। উক্ত আয়াতে কারীমার শানে নযুল এই যে, তফছীরে ইবনে জরীর এবং তিরবাণী এ আবু শায়খ এবং ইবনে মারুবিয়ায় আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত আছে যে, নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম একদিন একটি বৃক্ষের ছায়াতলে দাড়িয়েছিলেন। এবং ছাহাবাগণকে বললেন কিছক্ষণের মধ্যে এক ব্যক্তি আসবে এবং সে তোমাদেরকে শয়তানের চক্ষু দ্বারা দেখবে। তোমরা তার সাথে কোন কথা বলবে না । অল্পক্ষণ পরেই সেই করনজী চক্ষু ওয়ালা সে লোকটি সামনে দিয়ে যেতে লাগলো। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তাকে ডেকে জিজ্ঞাস করলেন ওহে' তুমি এবং তোমার দল বল আমাকে গালি দাও কেন ? কথা বার্তায় বেয়াদবীপূর্ণ উক্তি কর কেন? লোকটি কোন উত্তর না দিয়া চলে গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তার দল বলকে নিয়ে এসে সকলে মিলে আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে লাগল ওগো নবী! আল্লাহর কছম ! আপনাকে আমরা গালি দেই না; আপনার সম্পর্কে কোন বেয়াদবীজনক উক্তিও করিনা।

সে মুহূর্তে আল্লাহ পাক উক্ত আয়াতে কারীমা নাযিল করলেন, ওগো নবী! এরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলল যে, এরা আপনাকে গালি দেয় নাই, বেয়াদবীপূর্ন উক্তি করে নাই; কিন্তু না, নিশ্চয়ই এরা কুফুরীমূলক উক্তি করেছে। আর তোমার শানে বেয়াদবী করে মুসলমান হওয়ার পর কাফের হয়েছে। পাঠক লক্ষ্য করুন আল্লাহ পাক সক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নবীজীর শানে গালি বা বেয়াদবীজনক শব্দ বা উক্তিই কুফুরী কালাম অর্থাৎ কুফুরীমূলক কথা । আর এ বেয়াদবীজনক কথা বা কুফুরী মূলক উক্তি যে করে, লাখো মুসলমানের দাবীদার হোক, কলেমা পাঠক হোক; নিঃসন্দেহে সে কাফের হয়ে যায়। কোরআনে কারীমে এ ফায়সালা । কোরআনে কারীমে আরও ইরশাদ হয়েছে "লাইন ছাআলতাহুম লাইয়াকু লুন্নইন্নামা কুন্না নাখুদু ওয়া নালআবু ক্বোল আবিল্লাহে ওয়া আয়াতিহি কুন্তুম তাছতাহ যিউন লা তা তাজিরু ক্বাদ কাফারতুম বা দা ইমা নিকুম।"

অর্থঃ ওগো নবী! যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাস কর তখন নিশ্চয়ই এরা বলবে আমরা কেবল হাসি ঠাট্টা করতে ছিলাম। তুমি বলে দাও তোমার কি আল্লাহ্ ও তার আয়াত এবং আল্লাহর রাসূলের সাথে হাসি ঠাট্টা করতেছ বাহানা করিও না ঈমান আনার পর তোমরা কাফের হয়ে গিয়েছ। ইবনে শয়াইবা ইবনে জরীর এবং ইবেন আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে-ইন্নাহু-কালা ফি ক্বাওলিহি তা'লা ওয়ালাইন ছাআলতাহুয় লাইয়াক্কু লুন্না নাফাতা ফূলানা বুওয়াদিন ফাজা ওয়া ফাজা ওয়ামা ইউদরিহি বিল গাইবে। অথঃ কোন ব্যক্তির উটনি হারিয়ে গেছে এবং সে উটের তালাস করছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাল্লাম এর দরবারে আরজ করলে রাসূলে খোদা ইরশাদ করেন অমুক জঙ্গলের অমুক স্থানে তোমার উট পাবে। এই কথা শুনে এক মুনাফিক বলে উঠল মোহাম্মদ গায়েবের কি জানে? এই প্রসঙ্গে তৎক্ষণাৎ ওহি নাযিল হয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন আল্লাহ ও রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছো! আল্লাহ ও রাসূল কি ঠাট্টার পাত্র ? টাল বাহানা করিও না তুমি মুসলমান ছিলে, ঐ কথার কারণে কাফের হয়ে গেছ। দেখুন তফছীরে ইমাম ইবেন জরীর, মাতবা'মিছির জিলদে দহম ১০৫ পৃষ্ঠা , এবং তফছীরে 'দুররে মনছুর' ইমাম জালালুদ্দীন ছুয়তী ছিলদে ছুয়ম ২৫৪ পৃষ্ঠা

প্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করুন নূরে খোদা মোহাম্মদুর মোস্তফা রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার শানে এতটুকু বেয়াদবী যে, তিনি গায়েব কি জানেন,' এ উক্তির কারেণ আর কলেমা পাঠের কোনও দাম রইল না। যেহেতু কালামে পাকে স্বয়ং আল্লাহ তা'লা ঘোষণা দিয়েছেন- আর টাল বাহানায় কাজ হবে না, পূর্বে

মুসলমান ছিলে এখনতো কাফের হয়েছো। দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার ফায়সালা । এক্ষণে নূরে খোদা ছরকারে দো- আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের শানে বেয়াদবী ও গোস্তাখীতে যারা চরম সীমায় পৌঁছেছে সে হতভাগা নজদী ওহাবী দেওবন্দীদিগের প্রতি নসিহত এই যে, কোরানে কারীমের উক্ত ঘোষণা ও ফায়সালা হতে শিক্ষা গ্রহন করতে পারো। বিশেষত ঃ নবীয়ে পাকের এলমের গায়েবকে যারা পুরাপুরি অস্বীকার করে থাকে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এ কথা ছিল মুনাফীকে। যে, রাসূল গায়েবের কি জানে। আর উক্তিকারীকেই আল্লাহতা'লা আল্লাহর সাথে কোরানে পাক এবং রাসূলে পাকের সাথে ঠাট্টাকারী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এবং তাকে স্পষ্ট ভাষায় কাফের ও মোরতাদ বলে সাব্যস্থও করেছেন। আল্লাহ পাক আহ্কামুল হাকিমীনের ফায়সালা কতই না সুন্দর ও চমৎকার তা কেনই বা হবে না। গায়েবের কথা জানা, গায়েবী সংবাদ দান করা তো নবীয়ে পাকেরই শান। এতে সন্দেহের কিছু বা আশ্চয্যের লেশমাত্রও নেই। গায়েবের কথা জানা কিংবা গায়েবী খবরদান করা তো নেহায়েত সাধারণ বিষয়, আমার আক্কা ও মাওলা নুরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম সমস্ত গায়েবের গায়ব তথা গায়েবের মালিক স্বয়ং রাব্বুল এজ্জাতে কে দেখেছেন, জেনেছেন এবং উত্তমরুপে চিনেছেন। সে নূরানী নজরের সামনে আর কোন জিনিস গাযেব থাকতে পারে? যেমন প্রমান করেছেন হাজ্জতুল ইসলাম ইমাম মোহাম্মদ গাজ্জলী, ইমাম আহ্মদ কাছতালানী, আল্লামা আলী ক্বারী, আল্লামা মোহাম্মদ জারকানী ' আল্লামা ছুয়ুতী আল্লামা শায়খ আবদুল হক দেহলূভী এবং আল্লামা শায়খ আহ্মদ রেজা খান বেরলভী প্রমুখ শীর্ষ স্থানীয় আল্লামা ও মোহাদ্দেছীনে কেরাম। তাঁরা সুস্পষ্টরুপে প্রমাণ করেছেন যে, আল্লহর হাবীব নূরে খোদা মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহু তা'লা আলাইহে ওয়ালিহি ওয়াছাল্লাম আল্লাহ প্রদত্ত এলমে গায়েবের অধিকারী। কোরানে কারীমেও হাদীছ শরীফে এর বহু বহু প্রমাণ রয়েছে।

বাতেল ফেরকার দ্বিতীয় মক্করবাজী

ইমামে আজম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মজহাব এই যে, 'লানুকফিরু আহাদান মিন আহলিল কেবলাতে' অর্থাৎ; ইমামে আজম বলেন আমি আহলে কেবলার কাউকেও কাফের বলিনা এবং হাদিসে শরীফ আছে আমাদের মত যে নামাজ পড়ে আমাদের কেবলায় দিকে মুখ করে এবং আমাদের জবাহর গোশত খায় সে মুসলমান । ইমামে আজমের উপরোক্ত অভিমত এবং উল্লোখিত হাদিসে দ্বারা

মককর বাজ ওহাবীরা সরল প্রান নিরীহ মুসরমানদের ধোকা দিয়ে থাকে । আসলে এ মক্করবাজ খবিছ সকলে কেবলা মুখী হওয়াকে ইমাম বানিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ কেবলা মুখী হয়ে নামাজ পড়লে মুসলামন' যদিও আল্লাহ্ তা'লাকে মিথ্যাবাদী বলুক এবং রাসূলে খোদাকে জঘন্য গালি দিয়ে থাকুক। কোন অবস্থায়ই ঈমান নষ্ট হয় না এই হল মক্করবাজ ওহাবীদের ধর্ম। আল্লাহ সরল প্রাণ মুসলমানের ঈমানকে এই মক্করবাজদের হাত হতে হেফাজাতে রাখুন।

পক্ষান্তরে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেন লাইছাল বিররা আন তুয়াল্লু ওজুহাকুম কিবলাল মাশরেকে ওয়াল মগরেবে ওয়ালাকিন্নাল বিরবা মান আমান বিল্লহে ওয়াল ইয়াওমিল আখের ওয়াল মালায়েকাতে ওয়াল কিতাবে ওয়ান্নাবিয়্যিন।

অর্থ ঃ 'মূলত' পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোর মধ্যে কোন পূর্ণ্য নাই; বরং পূন্যবান সে ব্যক্তি যে ঈমান এনেছে আল্লাহ, কিয়ামত ফেরেশতা সকল কিতাব এবং নবীগণের প্রতি। এইস্থানে আল্লাহ্ পাক স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, প্রকৃত পক্ষে ধর্মের জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঈমান আনা বা বিশ্বাস স্থপনই হচ্ছে আসল পূন্যবান বা মঙ্গল। এতদ্বতীত, কেবলা মুখী হয়ে নামাজ পড়া কোন বিষয় নয়; এতে ছওয়াবও নাই।

আরও অন্যত্র বলা হয়েছে-ওয়ামা মানা আনহুম আন্তুকবালা নাফাকাতুহুম ইল্লা আন্নহুম কাফারুবিল্লাহে ওয়া রাছুলিহি ..শেষ পযর্ন্ত।

অর্থাৎ-তারা যা খরচ করে তা কবুল হওয়া বন্ধ হয় নাই, কিন্তু তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফুরী করেছে। এরা নামাজে উপস্থিত হয় তো অলসতার সাথে, খরচ করে তো খারাপ অন্তরে। পাঠক ! এখানে লক্ষ্য করুন, এরা নামাজ পড়ে তবু কোরানে কারীমে কাফের বলা হয়েছে। জিজ্ঞাস্য হল, এরা কি কেবলার দিকে ফেরে নামাজ পড়ত না। এর উত্তর এই যে, এরা শুধু কেবলার দিকে ফেরে নামাজ পড়ত তাই নয় ; বরং কেবলায়ে দীল ও জান , কাবায়ে দ্বীন ও ঈমান যিনি কাবার কাবা, কোরানে কারীমে আরও আছে শেষ পর্যন্ত। অর্থাৎ-যদি তারা তৌওবা করেন নামাজ কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে তবে তারা তোমাদের ধর্মের ভাই এবং এইভাবে আমি আমার নিদর্শন সমূহকে জ্ঞানবান লোকদের নিকট পরিস্কার ভাবে বর্ণনা করে থাকি। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিবার পর তারা যদি চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মকে ঠাট্টা করে তবে এই সকল কাফের সর্দারগণের সাথে যুদ্ধ কর, কেননা তাদের প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নাই। এবং তারা যেন বিরত হয়। দেখুন নামাজ আদায় কারী যদি ধর্মের প্রতি ঠাট্টা বিদ্রুপ করে তবে তাকে

কাফেরদের ইমাম বা সদার আখ্যা দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শনই হচ্ছে দ্বীনের প্রতি ঠাট্টা বা বিদ্রুপ করা।

৮৫। ইমাম আবু ইউছুফ রাদিয়াল্লাহু আনহু কিতাবুল খারাজের মধ্যে লিখেছেন- যে, কোন ব্যক্তি মুসলামন হয়ে নুরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে গালি দেয়, অথবা তার প্রতি কোন দোষারেপ করে তাকে মিথ্যা অপবাদ দেয় অথবা হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের মানহানি ঘাটায় ; তবে নিঃসন্দেহে সে কাফের । সে ব্যক্তি আল্লাহকেই অস্বীকারকারী হয়েছে। আর তার স্ত্রী তালাক হয়েছে। দেখুন একথা স্পষ্টরুপে প্রতীয়মান হল যে, হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের সুমহান শানের অবমাননা করে ঐ ব্যক্তি মুসলমান থাকতে পারে নাই, কাফের হয়ে গিয়েছে। আমি জিজ্ঞাস করি সে ব্যক্তি আমাদের কেবলাকে মানত কিনা ? অর্থাৎ-কেবলামুখী হয়ে নামাজ পড়ত কিনা। কিন্তু এই সমস্ত ঠিক থাকা সত্বেও কেবল নুরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার শানে বেয়াদবী করার কারেণ তার কেবলা মানা ও কলেমা পাঠ সবই নিস্ফল। কিছুই গ্রহণযোগ্য হয় না। পরিণামে নিরেট কাফের ও মোরতাদ বলে গণ্য হয়।

মোট কথা, আয়েম্মায়ে মোজতাহেদীনগণের পরিভাষায় আহলে কেবলা তাকেই বলে যে ব্যক্তি সার্বিকভাবে জরুরাতে দ্বীন' বা ধর্মের জরুরী বিষয়াদির উপর ঈমান রাখে অর্থাৎ ধমের মৌলিক বিষয় সমূহের উপর দৃঢ়বিশ্বাষ রাখে । উক্ত বিষয় সমূহের কোন একটি বিষয়কে অস্বীকর করবে কিংবা তুচ্ছ করবে তবে কাফের হয়ে যাবে। এমন ব্যক্তিকে যে কাফের না জানাব সেও কাফের হবে। শেফা শরীফ, বাজ্জাজিয়া এবং দুরার ও গুরার এবং ফতুয়ায়ে খাইরিয়া ইত্যাদি কিতাব সমূহে আছে যে, সমস্ত মুসলমানের এজ্‌মা অর্থাৎ সর্ববাদী সম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, যে ব্যাক্তি হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়াছাল্লামার শানে বেয়াদবী করবে সে নিঃসন্দেহে কাফের। আর যে ব্যাক্তি তার আজাব ও কাফের হওয়ার মধ্যে সন্দেহ করবে সেও কাফের।

৮৬। মজমউল আনহার ও দুররে মোখতার নামক কিতাবে আছে-ওয়াল-লাফ্‌জু-লাহুল কাফেরু বিছাব্বে নাবিয়্যিল আম্বিয়ায়ে লাতুক্ব বালু তাওবাতুহু মত্বলক্বান ওয়ামান শাক্কা ফি।

অর্থ ঃ- যে ব্যক্তি কোন নবীর শানে বেয়াদবী করে কাফের হয়ে যায় তার তওবা কুবল হবার কোনও উপায় নাই, এবং যে কেউ তার কাফের ও আজাবের মধ্যে সন্দেহ করে সেও কাফের। ফেকহে আকবরের মধ্যে আছে উলামাগণ বলেছেন যে, আহলে কেবলাকে গোনাহের কারণে কাফের বলা যায় না। রাফেজীরা 'ওহির'

ব্যাপারে জিব্রাঈলের ভুল ধরেছে। অর্থাৎ-তাদের মতে আল্লাহ্ পাক জিব্রাঈলকে হজরত আলীর নিকটে ওহিসহ পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু জিব্রাঈল ভুল করে ওহি নিয়ে হজরত মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামার দরবারে এসেছে। তাদের মধ্যেই কিছু সংস্যাক হজরত আলীকে খোদাও বলিয়া থাকে। এই ধরণের বাতিল ফেরকা রাফেজীরা শুধু কেবলা মুখী হয়ে নামাজ পড়ে তাই নয় বরং পরহেজগারীতেও কম নয়। কিন্তু তবুও এরা মুসলমান নয়। চার মজহাবের আলেমগণ এদেরকে কাফের বলে ফতুয়া দিয়ে থাকেন।

পাঠকবৃন্দ ! পূর্বে যে হাদিসের আলোচনা করেছি সেই হাদিসেও আমাদের বক্তব্য বিষয়ের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। অর্থাৎ-হাদিছ শরীফে এসেছে আমাদের কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে, আমাদের জবাহ্কৃত গোস্ত খায়, সে ব্যক্তি মুসলমান। অর্থাৎ-সমস্ত জরুরা্ত ই দ্বীনের প্রতি ঈমান রাখে ; যেন ঈমানের খেলাফকারী না হয়।

৮৭। রাদ্দুলমেহতারের মধ্যে আছে জরুরীয়াতে ইসলামের মধ্যে কোন বিষয়ের বিরোধীতা করলে বিল এজমা অর্থাৎ -সর্বসম্মতরুপে কাফের। যদিও সে আহলে কেবলা হোক কিংবা জিন্দেগী ভরা বন্দেগী করতে থাকুক।

৮৮। যদি কোন ব্যাক্তি পাচ ওয়াক্ত কেবলামুখী হয়ে নামাজ পড়ে এবং শুধু এক সময় মহাদেবকে সেজদা করে ; এতে সে ব্যক্তির মুসলামন থাকবে কি? অথচ আল্লাহ তায়ালাকে মিথ্যাবাদী বলা এবং রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামার শানে জঘণ্য বেয়াদবী করা মহাদেবকে সেজদা করার চাইতে নিকৃষ্ট।

৮৯। কোন আলেম বা আলীকে যদি তাজিমান সেজদা করে তবে গোনাহগার হবে কাফের হবে না। কিন্তু রাসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামার শানে সামান্য বেয়াদবী করলে কিংবা তাঁকে গালি দিলে কাফের হয়ে যায় , এমন কি তার তওবা কবুলেরও কোন উপায় থাকে না। সমস্ত ফেকার কিতাবে সমস্ত ইমাম ও মোজতাহিদগণ এক ও অভিন্ন মত প্রকাশ করেন যে, গোস্তাখে রাসূল বা দুষমনে রাসূলের তওবা কখনো কবুল হবার নহে।

৯০। তথাকথিত মক্করবাজ ওয়াহাবী বেদ্বীনদিগের সহস্র কুফুরী ঢাকবার আরও একটি মক্করবাজী এই যে, এরা বলে ফেকার কিতাবে আছে যার মধ্যে ৯৯(নিরান্নবই)টি কথা কুফুরী থাকে আর একটি কথা ইছলামের থাকে তবে তাকেও কাফের বলা যায় না। এক্ষণে এর উওর শুনুণ মক্করবাজ ওহাবীদের ধোকা ও মক্করবাজী সকল প্রকারের ধোকাবাজ ও মক্কর বাজদের ছেড়ে গিয়েছে। এরা সবার চেয়ে নিকৃষ্ট । আমি জিজ্ঞাসা করি কোন ব্যক্তি মুসলামান হয়ে সকলে আজান দিয়ে নামাজ পড়ে অতপর সে ভূতপূজা করল, পৈতা ধারণ করল ঘন্টা বাজাল সিংগায়

ফুক দিল, এবং কোরআনকে মিথ্যা বলিল আল্লাহকে মিথ্যাবাদী বলল, নবীগণকে গালি দিল বিশেষত ঃ নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের শানে বেয়াদবী করল নবী করিমকে সাধারণ মানুষ বা বড় ভাই বলল ইত্যাদি কুফুরীর দ্বারা তার ৯৯ (নিরান্নব্বই) টি কুফুরী পূর্ণ করল ; তবুও কি তাকে মুসলমান বলা যাবে? ইবলিসর উম্মত ওয়াহাবী বলবে তার মধ্যে একটি তো ইসলাম রয়েছে ; কিরুপে কাফের বলা যায়? আস্তাগ ফিরুল্লাহ । আলেম তো দূরের কথা ! সাধারণ কোন মুসলমানও বলবেনা যে, ঐ বদবখত মুসলমান । অন্যকথায় ওহাবীদের মতে ইহুদী নাছারা, মাজুহী আরিয়া দাহরিয়া, নেচারী চড়ালুভী প্রভুতি সবাই মুসলমান। কেননা এরা সবাই আল্লাহকে স্বীকার করে যা ইসলামের প্রধান অঙ্গ। ইহুদী ও নাছারা বা খৃষ্টানরা তো নবীও মানে। এরা তো ওহাবীদের মত কিয়ামত হাশর নশর হিসাব কিতাব ছওয়াব ও আজাব এবং বেহেশ্‌ত দোজখ সবই বিশ্বাস করে। যা সম্পূর্ন ইসলামেরই কথা।

নাউজুবিল্লাহ্! নাউজুবিল্লাহ ! আল্লাহ পাক ওয়াহাবীদের মক্করবাজী হতে মুসলমানের ঈমানকে হেফাজত রাখুন।! আমীন।

৯১। ওয়াহাবীদের মতে কারো ও মধ্যে ৯৯টি কুফুরী থাকলে ১টি ইসলামের কথা থাকার কারণে কাফের বলা যায় না। ওয়াহাবীদের এ কথায় প্রমাণিত হয় যে স্বয়ং আল্লাহ পাকও ভুল করেছেন। আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমের ছুরায়ে তওবায় জায়গায় ১টি মাত্র কুফুরীর কারনেও কাফের বলেছেন; যদিও তাদের মধ্যে নামাজ রোজা কলেমা পাঠ রয়েছে। আরও রয়েছে, টুপী দাড়ি পাগড়ী আচকান জুব্বা এবং কোরাণ তেলওয়াত ইত্যাদি। এতক্ষণ আল্লাহ পাকের ভুল ধরায় ডবল কাফের হয়েছে। নাউজুবিল্লাহ!

৯২। মনে করুন কোন ব্যক্তি কোরআনে কারীমের ১০০০ (এক হাজার) কথা হতে ৯৯৯(নয়শত নিরান্নবই) টি মানল ; আর শুধু একটি কথা মানল না ; তবে ঐ ব্যক্তি মুসলামান থাকবে কখনো না বরং কাফের হয়ে যাবে। তা হলে ৯৯টি কুফুরী আর ১টি মুসলমানী থাকলে কিরূপে মুসলমান থাকে?

৯৩। হে বদবখত ধোকাবাজ ওহাবী শুন। ৯৯ লাখ মুসলমানী আর ১টি কুফুরী যেন ৯৯ লাখ ফোটা গোলাপজল আর ১ফোটা পেশাব। যদি কেহ জানতে পারে যে ৯৯ লাখ গোলাপ জলে ১ ফোঁটা পেশাব মিশেছে তবে অবশ্যই তা ঘৃণা করবে, নাপাক জানবে, ব্যবহারের অযোগ্য বিবেচনায় ফেলে দিবে। ওয়াহাবী চকড়ালূভীর গুষ্ঠী! তোমাদের মধ্যে যে, শত শত কুফুরী আকিদা রয়েছে সরল ও নিরীহ মুসলমান যদি জানতে পারত তবে মাদ্রাসার চাদা তো দূরের কথা জুতা ছাড়া তোমাদের ভাগ্যে আর কিছুই জুটত না। তবে হ্যাঁ মুসলমানদের জাগরণ এসেছে । বাতিল পন্থী বদ আকিদাসম্পন্ন দু পায়ের জানোয়ারদিগের দফা রাফা হয়ে যাবে। সে দিন আর বেশী দূরে নয়।

৯৪। ফতুয়ায়ে খোলাছা ফছুলে এমাদিয়া এবং জামিউল ফুছুলীন ও ফতুয়ায়ে হিন্দিয়ায় ইত্যাদি বিখ্যাত ফতুয়ার কিতাবে আছে **ওয়াল লাফ্জ লিল এমাদি ক্বালা আনা রাসূলুল্লাহ্ আও ক্বালা বিল্ ফারছীয়্যাতে মান পয়গম্বরাম ইফরিদুবিহি মান পয়গাম মিবুরাম ইয়াকফুরু!**

অর্থ ঃ- যদি কেহ নিজেকে আল্লাহর রাসুল অথবা পয়গাম্বর বলে এবং এ ধারণা করে যে, আমি খবর নিয়া যাই, আমি পিয়ন তবে সে কাফের হবে। এই ধরণের বাহানা বা ঠাট্টা তামাশা শরীয়াতে গ্রহণ যোগ্য নয়।

৯৫। মাদারেজুননবুওয়ত শরীফ প্রথম খন্ডে ৩০ পৃষ্ঠায় আছে যে, যে ব্যক্তি হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের যে কোন জিনিষকে অপছন্দ করবে কাফের হয়ে যাবে।

৯৬। মালাবুদ্দামিনহু মাদ্রাসার পাঠ্য কিতাব ১০৭ পৃষ্ঠায় আছে যদি কেহ নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের আয়েব করবে অর্থাৎ দোষারোপ করবে কাফের হবে। অথবা চুল মোবারক কেউ হেকারতের সাথে চুল বলবে; তবে কাফের হবে। (কিতাব ঐ ১৩২ পৃষ্ঠা)

৯৭। যদি কেহ বলে যে আদম আলাইহিছাল্লাম যদি গন্দম না খেতেন তবে আমরা বদবখত হতাম না; তবে কাফের হয়ে যাবে। (কিতাব-ঐ, ১৩২পৃঃ)

৯৯। একব্যক্তি বলল যে, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামা এরুপ করতেন অন্য একজন বলল ইহা বেয়াদবী। এতে দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের হবে। (ঐ কিতাব মালাবুদ্দা মিনহু, পৃষ্ঠা-১৩২)

১০০। আল্লামা এলমুল হুদা বাহরুল মুহিত নামক কিতাবে লিখেছেন যে, প্রত্যেক মালাউন যে হুজুর পাক ছারোয়ারে কায়েনাত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামাকে গালি দিবে অথবা এহানাত করবে অথবা ধর্মের কোন বিষয়কে অথবা দোষী বললে মুসলমান হয়ে থাকুক কিংবা জিম্মি অথবা হারবী ; ঠাট্টা করেই বলুক কাফের হবে তাকে কাতল করা ওয়াজিব এ জন্যে তওবা গ্রাহ্য নয়।

১০১। সমস্ত উম্মতের এজমা এ কথার উপরে যে, নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের শানে বেয়াদবী ও কোন নবীর শানকে হাল্কা জানলে কাফের হবে; তা' হালাল জেনেই করুক আর হারাম জেনেই করে থাকুক।

১০২। রাফেজীরা বলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম দুষমনের ভয়ে আল্লাহর আদেশ পুরাপুরি পৌছান নাই; এ কথায় এরা কাফের হয়েছে। অথচ রাফেজীরা নামাজ রোজা হজ্ব জাকাত কলেমা ও কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি পরহেজগারীতে অদ্বিতীয় কিন্তু তবুও এরা কাফের । কেননা পরহেজগারী ঈমান নয়। বরং ঈমানের অলংকার । প্রকৃত পক্ষে ঈমান হচ্ছে আল্লাহ্ ও রাসুলের ভালবাসার নাম। পক্ষান্তরে রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এর বিরোধীতা ও বেয়াদবি সামান্য

পরিমানের হলেও তা কুফুরী। এক্ষণে, হে মুসলমান ভ্রাতৃগণ ! লক্ষ্য করুন আখেরী জমানার দেওয়ের বন্দা বেশধারী আলেমের কুফুরীর নমুনাঃ-

(১) তানবীরুল মেশকাত বিস্তারিত ব্যাখ্যাও টীকা টিপ্পনী সহ দ্বিতীয় খন্ড, কিতাবুস সালাত অনুবাদক মুহাম্মদ হাদিসুর রহমান, বি,এ,এম,এম, ।

১৮৭ও ১৮৮ পৃষ্ঠায় ৯৫১ নং হাদিসের ব্যখ্যায় উক্ত নামাধারী ও বেশধারী মৌলুভী লিখেছে নবী আমাদের মতই রক্ত মাংসে গড়া ও ভুল ভ্রান্তিতে ভরা একজন মানুষ ছিলেন। সাধারণ মানুষের মত তাহার ভুলভ্রান্তি হতো'। নাউজু বিল্লাহ্ !

(২) দ্বিতীয় নামের মুসলমান অধ্যাপক গোলাম আজম। সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংকলন নামক পুস্তকের ৯ পৃষ্ঠায় লিখেছে নবী অন্যান্য মানুষের মতই একজন মানুষ ছিলেন তিনি অতিমানব ছিলেন না'। নাউজুবিল্লাহ। ঐ পুস্তকের ১১ পৃষ্টায় লিখেছে- তিনি মাটীর মানুষ।

৩। পাঞ্জাবের মিঃ মওদুদী তার রচিত 'তাফ্ হিমুল কোরাণে ' লিখেছে- আল্লাহ্ নবী গনের দ্বারা নিজেই ভুল করিয়াছে।

৪। ভারতীয় দাজ্জাল নয়াদিল্লীর ইসমাঈল দেহলুভী তার রচিত সিরাতে মুস্তাকীমে; লিখেছে নামাজের মধ্যে জিনার ধারণা করা যায়, সহবাসের ধারনা বেশী ভাল ঐ নামাজে গুরু গাধার খোয়ালের মধ্যে ডুবে থাকা যায় কিন্তু রাসূলে পাকের ধ্যান ধারণা আসলে মুশরীক হবে। নাউজুবিল্লাহ্!

৫। ওয়াহাবীদের অন্যতম গুরু ঠাকুর মৌ ঃ আশরাফ আলী থানুভী লিখেছেন রাসুলুল্লাহর যে এলমে গায়েব রয়েছে এ ধরণের এলমে গায়েব সমস্ত ছেলে মেয়ের পাগলের এমন কি সমস্ত পশু-পাখীরাও রয়েছে। আস্তাগফিরুল্লাহ্! নাউজুবিল্লাহ ! ওহাবীদের আরেক নেতা শয়তানের অনুচর খলিল আহমদ আম্বটী তার বারাহীনে কাতেয়ায়' লিখেছে-রাসূলুল্লাহর এলেম হতে শয়তানের এলেম বেশী। নাউজুবিল্লাহ"! এ ধরনের জঘন্য গালি গালাজ ও শানে রেছালাতের অবমাননাকর উক্তি ও বদ আকিদা দু পায়া জানেয়ারের দলে বই-পুস্তকে লিখে প্রকাশ করেছে। পাঠকবৃন্দ! এ কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় হক প্রকাশের বলিষ্ঠতা রক্ষা করতে গিয়ে নবীয়ে পাকের দুষমনদিগকে দু পায়ের জানোয়ার আখ্যা দিয়েছি। আসলে এরাই কোরানের ভাষায় চতুস্পদ জানোয়ার চেয়েও অধম । হাদিসের ভাষায় এরাই জাহান্নামের কুকুর । মোট কথা, জানোয়ার এদের চেয়ে ভাল কারণ জাহান্নমী নয়; কিন্তু এরা কাফের, কাফেরের চেয়েও নিকৃষ্ট মুনাফেক। সপ্তম দোজখের তলদেশে এদের স্থান কোরাণে কারীমে প্রামাণ।

কাব্যে মিলাদে মোস্তাফা (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম)

আল্লাহ্ আল্লাহ আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহু।। ৩বার।।
আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব মোহাম্মদ রাসুল
আসলেন ধরায় খোদার হাবীব নূরেরি পুতুল
হলেন যিনি সবার আদি সৃষ্টিকূলের মূল-নবীজী।।
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু ।।
পয়দা যদি তাকে নাহি করতো পরওয়ার
পয়দা তবে হইত নাহি এ বিশ্ব সংসার-নবীজী।।
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু ।।
তাঁহার নুরে পয়দা জমিন ও আছমান-
আরশ কুরসী লওহ কলম ফেরেশতা ইনসান-নবীজী।।
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু।।
রবি শশী গ্রহ তারা যতকিছু সব
নূরে মোহাম্মদীর দ্বারাই পয়দা করেন রব-নবীজী।।
কোন কিছু না হইতে মোহাম্মদী নূর
সাবার আগে পয়দা হলেন হুকুমে প্রভুর-নবীজী।।
আদমেরে গড়ার আগে কাদা মাটি দিয়া
পেলেন খেতাব রাসূলুল্লাহ্ খাতামূল আম্বিয়া-নবীজী।।
আদমেরে পয়দা করি পেশানীতে তার
দিলেন সৈপ্যা আল্লাহু নূর নবী মোস্তফার-নবীজী।।
আদমের ভালে থাকি ঐ নূর রাসূলের
লাভ করিলেন ফেরেশ্তাদের সেজদা তাজিমের-নবীজী ।।
আদম হইতে শীশ হইয়া ক্রমে এসে নূর
নূহু নবীর পেশানীতে হইল তা জহুর-নবীজী ।।
তামাম আলম ডুবল যখন অথৈ পানির তলে
কিশতী নূহের ভাসল তখন সেই নুরেরই বলে-নবীজী।।
তাহার পরে বহু পেশত ছায়ের করি শেষ
উদয় হল খলীলুল্লাহ নবীর ললাটদেশ-নবীজী ।।
জল্লনা সেই নুরের ওসিলায় ইব্রাহীম খলীল
তাহার পরে নূর পেল তাঁর পুত্র ইসমাঈল-নবীজী।।
ইসলাঈলের পরে বহু পেশত ঘুরি নূর
আব্দে মোত্তালিবের ভালে হইল তাজহুর -নবীজী।।
নবীর দাদা মোত্তালিব কোরাইশী খান্দান

আরব জোড়া ছিল তাহার খ্যাতি যশঃমান -নবীজী ।।
তাহার পেশানী হইতে হুকুমে আল্লাহর
নাজিল হল নূর মোবারক ভালে আবদুল্লাহর -নবীজী।।
আদম হইতে আবদুল্লাহ তক যেইজনই সে নুর
লাভ করিতেন তিনিই পেতেন মর্যাদা প্রচুর-নবীজী।।
কোরেশ বংশ সেরা বংশ উচ্চ তাহার শান ,
তাহার মাঝে সেরা আবার হাশেমী খান্দান -নবীজী।।
সেই খান্দানে জম্ম হলেন মোহাম্মদ রাসুল
কেউনা আছে বংশ গুনে তাহার সমতুল -নবীজী।।
যাহোক যবে নুর আসিল ভালে আবদুল্লাহর
হইল তাহার বদন যেন চন্দ্র পূর্ণিমার -নবীজী।।
দ্বীল ভোলনো রুপ হল সেই নুরের ওসিলায়
যেই দেখে সেই তার উপরে আশেক হইয়া যায় -নবীজী।।
দেইখা সেরুপ বহু নারী হইল বেকারার
নূরের লোভে খায়েশ করে হইতে বিবি তার -নবীজী।।
ভাইগ্যে ছিল সে নুর পাবেন মাতা আমিনায়
তাইত গিয়া নবীর পিতা শাদী করেন তায় -নবীজী।।
যথারীতি নূর মোবারক নবী মোস্তফার
হাজির হইলেন এক জুমার বার গর্ভে আমিনার -নবীজী ।।
নবীর নুরে মা আমিনার হল নুর বদন
দেখেন রাতে শুইয়া কেবল অদ্ভুত স্বপন -নবীজী ।।
দেখেন তাঁহার পেটে আছেন সবার সেরাজন
ওহে বিবি সাবধানে তাই রহ অনুক্ষন- নবীজী।।
আবার দেখেন সৃষ্টি বাগের শ্রেষ্ঠতম ফুল
তোমার পেটে নাম রেখ তার মুহাম্মদ রাসুল-নবীজী।।
এমনি করে কাটাইলেন পূর্ণ নয়টি মাস
পুর্ন হতে চললো এবার সবার অভিলাষ-নবীজী।।
খতম হতে চললো এবার ব্যাকুল এন্তেজার
আগমনের সময় হইয়া আসলো মোস্তফার -নবীজী।।
.খুইলা গেল হঠাৎ আজি আসমানী তোরণ
খোদার নুরে নিখিল জাহান হইল যে রৌশন- নবীজী।।
বারেতে সোম সেদিন বারই রবিউল আউয়াল
ঈশায়ী পাঁচশ সত্তর (৫৭০) পয়লা হাতী সাল -নবীজী।।
শেষ রজনী প্রভাত রেখা জাগছে গগণ ভালে

দয়াল নবী এলেন ধরায় সেই মোবারক কালে-নবীজী।।
যাহার লাগি পয়দা জাহান আসার খবর যার
যুগে যুগে নবী রাসুল করেছে প্রচার -নবীজী।।
মাখলুকাতের আশেক ছিলেন পরম মাশুক ধন
ধ্যানের জগত হতে ধরায় করলেন আগমন -নবীজী।।
উঠল কেপেঁ মুহূর্ত্তে ভীত বাতিল খোদায়ীর
ভেঙ্গে পড়ে গেল হঠাৎ লাত মানতের শীর -নবীজী।।
ভাঙ্গিল ভূল উঠল কেঁপে পাপীষ্ট শয়তান
বালাখানা নওশের ওয় হইল খান খান-নবীজি
বিশ্বব্যাপী সে খোশ খবর হইল জানাজানি
মুনছীদের অগ্নিশিখা নিভে হইল পানি -নবীজী।।
বেহেশত বাগে হুর বালারা উঠলো গেয়ে গান
ফেরেশতারা উঠলো বলে আহলান্ ও ছাহলান -নবীজী।।
খোদার হাবীব ধরার বুকে করলেন পদার্পন
ধ্যানের রাজা জ্ঞানের রাজা করলেন আগমন -নবীজী।।
শান্তিদাতা মুক্তিদাতা এলেন দুনিয়ায়
আসুন সবাই দাঁড়াইয়া সালাম জানাই -নবীজী
আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলা হা ইল্লাহু

অতঃপর, সকলে মিলিয়া দাড়াইয়া সমস্বরে সালাত ও ছালাম পাঠ করে কিয়ামে তাজিমী পালন করবেন।
কিয়াম ই তাজিমী ঃ সালামে মোস্তফা
ইয়া নবী সালামু আলাইকা
ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা
সালাওয়াতুল্লাহ্ আলাইকা ।।

১। খালেকনে ছারী মাখলুকছে পহলে
আপনি হাবীবকা নূর বানায়া
উছি নুরে মোহাম্মদীপে গোলামোকে লাখো ছালাম-ইয়া নবী।
২। খোদ খোদানে আপনি মাহবুবকু
আপনি শান আত্বা কিয়া

উনকি শানে আজমতপে গোলামোঁকে
লাখো ছালাম -ইয়ানবী
৩। আরশেছে যিয়াদা মরতবা ওয়ালা
রওজায়ে রাছুলুল্লাহ কা
উছি রওযায়ে আনোয়ারপে গোনাহ গারকে
লাখো ছালাম-ইয়া নবী।।
৪। জিনকা শানে আজমতকা তফছীর হে পাক কোরআনমে
উছি কালামে পাকপর আশোকোকা
লাখো ছালাম -ইয়া নবী।।

রেজভীয়া দরবার শরীফের বার্ষিক ওরছ মোবারক

আমার মুরিদান ও ভক্তবৃন্দের অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে, প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের ১০ ও ১১ ই তারিখ মানব ও জীন জাতীর পীর হজরত গাউছুল আজম মাহবুবে ছোবাহানী কুতুবে রাব্বনী শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্বরণে বাৎসিক ওরছ মোবারক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওরছ মোবারকে বিশেষভাবে নুরে খোদা নূরে মোজাচ্ছম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার সুমহান শান তাঁর মহত্ত ও গৌরবের বিষয় তথা হাক্কীক্বতে মোহাম্মাদী বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এতদব্যতীত বায়াতে রাসুল সহ তরিকতের তালিম তাওয়াজ্জুহ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে প্রতি চাঁদের ১০ তারিখ দিবাগত রাতে রেজভীয়া দরবার শরীফে গিয়ারভী শরীফ (১১শরীফ) অনুষ্টিত হয়। অতঃপর সকলেরই প্রতি আমার আরজ এই যে যারা আমাকে ভালবাসেন তারা আমার মাদ্রাসা ও এতিম খানার প্রতি সর্বদা সুপরামর্শের সাথে নজর রাখবেন। জানবেন প্রতিষ্ঠান গুলো আপনাদেরই। মনে রাখবেন আমার মুরিদান ও ভক্তবৃন্দের মধ্যে যারা মাদ্রাসা ও এতিমখানার প্রতি যতবেশী ভালবাসা ও খেয়াল রাখবেন তারা যেন আমার প্রতিই খেয়াল ও ভালবাসা রাখলেন এবং আল্লাহ পাকের খাঁটি বান্দা ও নবীয়ে পাকের খাঁটি প্রেমিক ও প্রকৃত ছুন্নী আলেম বানাতে সহায়তা করলেন।
পরিশেষে আল্লাহ ও তাঁর হাবীব নূরে খোদা গায়েবের খবর দেনেওয়ালা স্বশরীরে জিন্দা হাজির ও নাজির মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লামার দরগায়ে শান্তি ও পরকালের মুক্তি কামনা করি। আমিন।
ইতি- মাওলানাঃ আকবর আলী রেজভী
ছুন্নী আল্‌কাদেরী।